বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০ – ২০২১

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

নসরুল হামিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সার্বিক কর্মকান্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক সংস্থা হাইড্রোকার্বন ইউনিট তৈল ও গ্যাসের মজুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপন ও হালনাগাদকরণ, জ্বালানি সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ, উৎপাদন বন্টন চুক্তি (PSC) এবং যৌথ উদ্যোগ চুক্তি (JVA) বিষয়ে মতামত প্রদান, জ্বালানির অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ, তৈল ও গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন এর পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা, জ্বালানি খাতের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশকরণ এবং কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে আসছে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নে জ্বালানি স্বনির্ভর দেশ গড়ার জন্য হাইড্রোকার্বন ইউনিট তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রেখে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ঠ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত এই প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নসরুল হামিদ, এমপি)

মোঃ আনিছুর রহমান
সিনিয়র সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলী নিয়ে প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন নিঃসন্দেহে একটি শুভ উদ্যোগ।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক সংস্থা হিসেবে ২০২০-২১ অর্থবছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিট সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করেছে। এছাড়া গ্যাস ও কয়লা উৎপাদনের মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন; গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবহার এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন; বাংলাদেশ এনার্জি সিনারিও এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন; পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান; পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ; পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের বাৎসরিক চাহিদা নিরূপণ, সংগ্রহ, পরিকল্পনা প্রভৃতি কর্মকান্ডের পর্যালোচনাসহ পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান; মাইনিং সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানসহ পরামর্শ প্রদান; কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ আহরণ ও উন্নয়নসহ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, আইন-কানুন এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান; বাংলাদেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের ম্যাপিং; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল সংস্থার টেলিফোন নির্দেশিকা প্রণয়নসহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কাজের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য ঘোষণা করেন ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা রক্ষায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং এ কাজে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে হাইড্রোকার্বন ইউনিট। বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও হাইড্রোকার্বন ইউনিট জ্বালানি সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(মোঃ আনিছুর রহমান)

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
হাইড্রোকার্বন ইউনিট
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে জ্বালানি খাতের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

অর্থনীতি এবং আধুনিক সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে জ্বালানি। বিশ্বায়ন ও খোলা বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এবং রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে দেশের সুপ্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের আবিষ্কার এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। এছাড়া, জাতিসংঘের নেতৃত্বে ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) অন্যতম সবার জন্য টেকসই জ্বালানি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এসডিজি'র আলোকেই নির্ধারণ করেছে। সরকারের বিভিন্ন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মকান্ডের ফলে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সাথে জ্বালানির চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার দেশজ জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা আহরণ ও উৎপাদন এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকার দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান এবং উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছে। ফলে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করছি।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রণীত এ বার্ষিক প্রতিবেদনে হাইড্রোকার্বন ইউনিট সংশ্লিষ্ট গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্যের প্রতিফলন ঘটেছে। দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের চাহিদা পূরণে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি।

(ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম)

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ১

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের রূপকল্প (Vision),অভিলক্ষ্য (Mission) ও কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ২

রূপকল্প (Vision) ২

অভিলক্ষ্য (Mission) ২

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objective) ২

সার্বিক কর্মকান্ড বা কার্যাবলী ২

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সিটিজেন্স চার্টার ৩

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ৩

নাগরিক সেবা ৩

প্রাতিষ্ঠানিক সেবা ৪

অভ্যন্তরীণ সেবা ৬

অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সেবা ৮

আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ৮

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS) ৮

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো ৯

জনবল কাঠামো ৯

মানব সম্পদ উন্নয়ন ১০

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ ১১

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১১

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অভ্যন্তরীণ ও দেশীয় প্রশিক্ষণ ১২

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ১২

দেশীয় প্রশিক্ষণ ১৩

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি ১৫

হাইড্রোকার্বন ইউনিট'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য গঠিত "এপিএ" কমিটি ১৫

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ১৫

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'নৈতিকতা কমিটি' ১৫

হাইড্রোকার্বন ইউনিট'র আইসিটি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ১৬

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটি ১৬

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১০ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১৬

আপিল কর্মকর্তা ১৬

তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি ১৭

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ১৭

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৮

বাজেট কাঠামো ১৯

মিশন স্টেটমেন্ট ১৯

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ ১৯

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ইউনিটওয়ারি ব্যয় ১৯

প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ ২০
কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা ২০
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক কোডওয়ারি মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ২০
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক কোড ভিত্তিক উদ্বৃত্ত হিসাব বিবরণী ২১
তৃতীয় অধ্যায় ২৩
২০২০-২১ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ২৪
হাইড্রোকার্বন ইউনিটে ২০২০-২১ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত ওয়াকর্শপ/সেমিনার ২৫
১. “Hydrogen: The Future Fuel” ২৫
সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা ২৬
২. SCADA System in Gas Sector ২৬
সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা ২৭
৩. ৪th Industrial Revolution in Oil and Gas Sector ২৮
সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা ২৮
৪. Gas Leakage Detection & Digital Mapping ২৯
সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা ২৯
৫. Role of Private Entities in the Energy Sector of Bangladesh ৩০
সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা ৩০
৬. Prospects of Biofuels in Bangladesh ৩১
সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা ৩১
৭. Improvement of Energy Efficiency & Conservation in the Energy Sector of Bangladesh ৩২
সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা ৩৩
৮. Digital Transformation Strategy in Energy & Power Sector ৩৩
সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা ৩৪
৯. SDG ৭: Progress so far ৩৫
সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা ৩৫
১০. জ্বালানী খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন স্ট্র্যাটেজি এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা ৩৬
সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা ৩৬
বিবিধ প্রতিবেদনসমূহ ৩৮
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রদত্ত তথ্য ও মতামত ৩৯
চতুর্থ অধ্যায় ৪০
হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অর্জন ৪১
বিদেশী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও দেশীয় জ্বালানী বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে জ্বালানী সেক্টরের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন ৪১
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের চাহিদা ও নির্দেশনা মোতাবেক হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক জ্বালানি সেক্টরে সাম্প্রতিক অর্জন ৪৩
হাইড্রোকার্বন ইউনিটের চলমান কার্যক্রম ৪৩
পেট্রোবাংলা ও বিপিসি’র ব্যবহারের ডেভেলপকৃত ৩টি সফটওয়ার ৪৪
জানুয়ারী ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৪৪
বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বর্ণনা (২০০২-২০০৮) ৪৫
বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ৪৬
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ৪৬

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ৪৭
পঞ্চম অধ্যায় ৪৮
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে সাফল্য ও সম্ভাবনা ৪৯
এক নজরে গ্যাস উৎপাদন ও এল এন জি আমদানি চিত্র ৪৯
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে উন্নয়নের চিত্র ৫০
এক নজরে গ্যাস সেক্টরের চিত্র (জুন, ২০২১) ৫১
তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) চিত্র ৫২
ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল ৫২
স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল ৫৩
এলএনজি আমদানি ৫৩
বাংলাদেশের অন্যান্য খনিজ সম্পদের চিত্র ৫৪
সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) চিত্র ৫৫
সমুদ্র সম্পদ আহরণ (Blue Economy) এর নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম ৫৫
জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম ৫৬
জ্বালানি খাতে ICT তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের চিত্র ৫৭
জ্বালানি খাতে আইন, বিধি, নীতিমালা ও অন্যান্য বিষয়ের চিত্র ৫৭
উপসংহার ৫৮

প্রথম অধ্যায়

- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পরিচিতি
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) ও কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কার্যাবলি
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সিটিজেন্স চার্টার
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো
- জনবল কাঠামো
- মানব সম্পদ উন্নয়ন
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দেশীয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পরিচিতি

জ্বালানি খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান, দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ এবং তাঁদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রণীত ২টি সমীক্ষা প্রতিবেদনে হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরী ইউনিট হিসেবে সৃজনের সুপারিশ করে। এ লক্ষ্যে রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরী সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-I)] বিগত জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হয়ে মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত চলে। প্রথম প্রর্যায়ের কর্মকান্ড সফল সমাপ্তির পর নরওয়ে সরকারের আগ্রহ এবং আর্থিক অনুদানে হাইড্রোকার্বন ইউনিট দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প হিসেবে [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-II)] পুনরায় এপ্রিল ২০০৬ হতে কার্যক্রম শুরু করে যা ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত চলে। তবে দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের এ আর্থিক অনুদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অপরদিকে, সরকার বিগত মে ২০০৮ সালে হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে একটি স্থায়ী কাঠামো হিসেবে রূপদান করে। এ ধারাবাহিকতায় হাইড্রোকার্বন ইউনিটে জনবল নিয়োগের বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয় এবং গত ২২ জুলাই ২০১৩ তারিখে বিধিমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। তারপর ০১ জানুয়ারি ২০১৪ সাল হতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হচ্ছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের রূপকল্প (Vision),অভিলক্ষ্য (Mission) ও কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

রূপকল্প (Vision): নীতি নির্ধারণে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।

অভিলক্ষ্য (Mission): জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক কারিগরী পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা শ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objective): জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

সার্বিক কর্মকান্ড বা কার্যাবলী

হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যবধি যে সমস্ত কার্যক্রম চলে আসছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ

- "Gas and Coal Reserve & Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- "Annual Report on Gas Production, Distribution and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- তৈল ও গ্যাসের মজুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপন ও হালনাগাদকরণ;
- জ্বালানী সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- উৎপাদন বন্টন চুক্তি এবং যৌথ উদ্যোগ চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- জ্বালানীর অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ;
- তৈল ও গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন এর পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা;
- জ্বালানী খাতের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশকরণ এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- বেসরকারী খাতের সহিত যোগাযোগ করাসহ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতায় অংশগ্রহণ;
- গ্যাসের উৎপাদন ও ডিপ্লেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের চাহিদা, বাজারজাত পর্যালোচনাসহ পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;
- মাইনিং সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানসহ পরামর্শ প্রদান;
- কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিষয়ক আইন-কানুন এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সিটিজেন্স চার্টার

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

ক. দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সঞ্চালন, বিতরণ;

খ. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে কারিগরী সেবা প্রদান;

গ. মানব সম্পদ উন্নয়ন।

নাগরিক সেবা

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী ও ই-মেইল)
১.	তথ্য কেন্দ্র	• অতীত এবং বর্তমানের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের হালগানাগদকরণের প্রতিবেদন, গ্যাস উৎপাদন ও মজুদের মাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ডের মাসিক গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি উৎপাদনের তথ্য ভান্ডার। • জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে তথ্য সরবরাহ করা হয়।	আবেদন	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) সপ্তাহ	মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (নীতিমালা ও উন্নয়ন) মোবাঃ ০১৭১১০৩৭৯৮৭ ফোনঃ ৮৩৯১০৮৫ ই-মেইলঃ ja-kir4222@gmail.com
২.	পাঠাগার/গ্রন্থাগার সেবা	• অতীত ও হালনাগাদ সময়ের গবেষণাপত্র, দেশী-বিদেশী বই, জার্নাল এবং প্রকাশনায় সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। • এখানে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ ও অন্যান্য সংগৃহিত পুস্তক ও তথ্য গবেষণা এবং অধ্যয়নের জন্য সকলের নিকট উম্মুক্ত।	আবেদন	বিনামূল্যে	তাৎক্ষনিক	জনাব শিহাব মাহমুদ সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)) ফোনঃ ৮৩৯১১১৩ মোবাঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ ই-মেইলঃ shihab@hcu.org.bd

প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী ও ই-মেইল)
১.	অনুসন্ধান ও উৎপাদন	• তৈল/গ্যাস/কয়লা সম্পদ মুল্যায়ন, অনুসন্ধান ও উৎপাদন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • তৈল/গ্যাস/কয়লা সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা; • তৈল/গ্যাস/কয়লার মজুদ পুনঃনিরীক্ষণ করা; • উৎপাদিত তৈল/গ্যাস/কয়লার ক্ষেত্রে কার্যাবলির নিয়মিত মনিটরিং করা; • তৈল/গ্যাস/কয়লার ডিপ্লেশন ব্যবস্থাপনা করা; • তৈল/গ্যাস/কয়লা বিষয়ক ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক তথ্য সংগ্রহকরণ ও বিশ্লেষণ করা।	-	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	জনাব শিহাব মাহমুদ সহকারী পরিচাল (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)) ফোনঃ ৮৩৯১১১৩ মোবাঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ ই-মেইলঃ **shihab@hcu.org.bd**
২.	নীতিমালা ও উন্নয়ন	• জ্বালানীর মূল্য ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা; • জ্বালানী নীতি সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • জ্বালানী নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • জ্বালানী সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • পিএসসি সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • তৈল ও গ্যাস সেক্টরের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • প্রশাসনিক ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা।	-	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক **(নীতিমালা ও উন্নয়ন)** মোবাঃ ০১৭১১০৩৭৯৮৭ ফোনঃ ৮৩৯১০৮৫ ই-মেইলঃ **jkir4222@gmail.com**
৩.	পরিকল্পনা ও পিএসসি	• পিএসসি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • সংশ্লিষ্ট বিষয়ক তথ্য সংগ্রহকরণ ও বিশ্লেষণ করা; • পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের শোধন, বিতরণ, মূল্য নির্ধারণ, সরবরাহ, সংরক্ষণ, পরিবেশ, নিরাপত্তা, মনিটরিং, বিক্রয় ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করা; • জ্বালানী নীতি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • জ্বালানী সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা।	-	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	জনাব মোঃ নাজমুল হক সহাকারী পরিচালক **(পরিকল্পনা)** ফোনঃ ৮৩৯১৩৬০ মোবাইলঃ **১৭১৮০৩৯৭২৯** ই-মেইলঃ **ad-plan@hcu.org.bd**

৪.	মাইনিং ও অপারেশন	• কয়লা ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক তথ্য সংগ্রহকরণ ও বিশ্লেষণ করা; • কয়লা সম্পদ মূল্যায়ন, অনুসন্ধান ও উৎপাদন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • কয়লা উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা; • কয়লা মজুদ পুনঃনিরীক্ষণ করা; • ডিপ্লেশন ব্যবস্থাপনা করা; • উৎপাদিত কয়লা ক্ষেত্রের কার্যাবলীর নিয়মিত মনিটরিং করা ।	-	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	জনাব এম. আলাউদ্দিন আল আজাদ সহকারী পরিচালক (অপারেশন) ফোনঃ ৮৩৯১৩৬২ মোবাঃ ০১৮৪২-০৮০৫৮৩ ই-মেইলঃ ad-ops@hcu.org.bd
৫.	প্রশাসন ও আইসিটি	• জ্বালানীর মূল্য ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা; • প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মকান্ডে সহায়তা করা। • প্রশাসনিক ও হিসাব সংক্রান্ত সার্বিক দায়িত্ব পালন করা; • প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা; • প্রশাসনিক ব্যাপারে মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা; • ক্রয় সংক্রান্ত এবং প্রশাসনিক আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • তৈল ও গ্যাস সেক্টরে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা; • সরকারের আওতাভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পে প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা; • সফটয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েব সম্পর্কিত কাজ, ডিজাইন এবং ডাটা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা, সার্ভার এডমিনিস্ট্রেশন এবং নেটওয়ার্কিংসহ আইটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।	-	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	জনাব দেবব্রত দাস সহাকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব) ফোনঃ ৮৩৯১১৬৩ মোবাঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ ই-মেইলঃ debbrath@hcu.org.bd ও জনাব শিহাব মাহমুদ সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)) ফোনঃ ৮৩৯১১১৩ মোবাঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ ই-মেইলঃ shihab@hcu.org.bd

অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী ও ই-মেইল)
১.	অপারেশন ও সমন্বয়	• জনশক্তি নিয়োগ, পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ, সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি, কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম সহযোগিতা প্রদান করা; • পরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজেট ও হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ, মজুদকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ নিশ্চিতকরণ; • নিরাপত্তা ও যানবাহন পরিচালনা করা।	-	-	সার্বক্ষণিক	জনাব এম. আলাউদ্দিন আল আজাদ সহকারী পরিচালক (অপারেশন) ফোনঃ ৮৩৯১৩৬২ মোবাঃ ০১৮৪২-০৮০৫৮৩ ই-মেইলঃ ad-ops@hcu.org.bd
২.	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন	• দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা, প্রকল্পের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করা ; • বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করা; • দপ্তরের কার্যক্রম সমূহের মাসিক ও বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা; • জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে পর্যালোচনা ও জাতীয় সংসদের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন করা; • বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার চাহিদা মোতাবেক তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ খনিজ সম্পদ উন্নয়নে আন্তঃযোগাযোগ ও লিয়াঁজো রক্ষা করা।	-	-	সার্বক্ষণিক	জনাব মোঃ নাজমুল হক সহাকারী পরিচালক (পরিকল্পনা) ফোনঃ ৮৩৯১৩৬০ মোবাইলঃ ১৭১৮০৩৯৭২৯ ই-মেইলঃ ad-plan@hcu.org.bd

৩.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সেল	• শুধুমাত্র দপ্তরের কম্পিউটার, সার্ভার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স এসব সম্পর্কিত সকল সেবার দায়িত্ব পালন করা।	-	-	সার্বক্ষণিক	জনাব শিহাব মাহমুদ সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)) মোবাঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ shihab@hcu.org.bd ও জনাব মোঃ নাজমুল হক সহাকারী পরিচালক (পরিকল্পনা) ফোনঃ ৮৩৯১৩৬০ মোবাইলঃ ১৭১৮০৩৯৭২৯ ad-plan@hcu.org.bd

অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র:নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	বেতন ভাতাদি প্রদান	সিএও এর বেতন নির্ধারণী সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	বিল ভাউচার এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট	বিনামূল্যে	সিএও কর্তৃক বিল পাশ সাপেক্ষে অনতিবিলম্বে	পরিচালক (নীতিমালা ও উন্নয়ন) ফোন: ৮৩৯১০৮৫ মোবাইল নং- ০১৭১১০৩৭৯৮৭ E-mail: jkir4222@gmail.com
২	কর্মচারীদের সময়মত পদোন্নতি প্রদান	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট	বিনামূল্যে	অনতিবিলম্বে	মহাপরিচালক ফোন: ৮৩৯১০৭৫ E-mail: hcu@hcu.org.bd
৩	টি, জিপিএফ, পেনশন (ব্যাক্তিগত প্রাপ্যতা)	সিএও এর প্রত্যয়ন এবং আবেদন সাপেক্ষ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	সিএও এর প্রত্যয়ন পত্র, আবেদন পত্র এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট	বিনামূল্যে	জারীকৃত জিও এর সময় অনুযায়ী	মহাপরিচালক ফোন: ৮৩৯১০৭৫ E-mail: hcu@hcu.org.bd
৪	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি/পেশাগত উন্নয়ন	চাহিদা/প্রাপ্যতা তালিকা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়	সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত হাইড্রোকার্বন ইউনিট	বিনামূল্যে	মনোনয়ন আদেশ জারীর পর সিডিউল অনুযায়ী	মহাপরিচালক ফোন: ৮৩৯১০৭৫ E-mail: hcu@hcu.org.bd

আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা

মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ‘পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন’ এবং ‘অপারেশন ও সমন্বয়’ শাখাসমূহ সকল ধরণের প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সেবায় সচেষ্ট থাকে।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ ও আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রমিক নং	কখন যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (নীতিমালা ও উন্নয়ন) ফোনঃ ৮৩৯১০৮৫ মোবাঃ ০১৭১১০৩৭৯৮৭ ই-মেইলঃ jakir4222@gmail.com	০২ (দুই) মাস
২.	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	মহাপরিচালক ফোনঃ ৮৩৯১০৭৫ মোবাঃ ০১৫৫০১৫১১০৩ ই-মেইলঃ hcu@hcu.org.bd	০১ (এক) মাস

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো

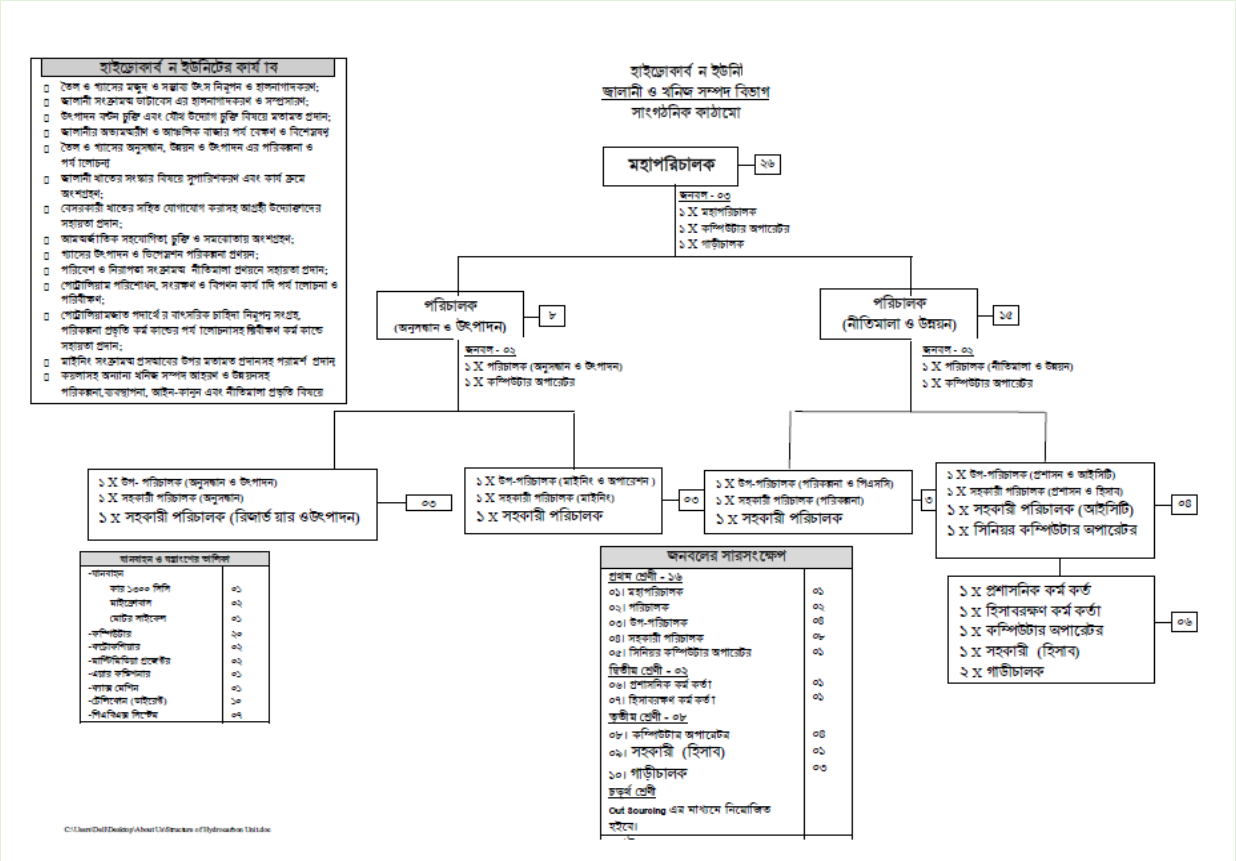

জনবল কাঠামো

সংস্থা	অনুমোদিত পদের সংখ্যা					কর্মরত জনবলের সংখ্যা				
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১৬ জন	০২ জন	০৮ জন	০৯ জন	৩৫ জন	০৮ জন	০১	০৩ জন	০৯ জন	২১ জন

মানব সম্পদ উন্নয়ন

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ২৬ টি এবং চতুর্থ শ্রেণির (আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে) ০৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে এর মধ্যে ২ টি পদে প্রেষনে এবং ১০ টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৪ টি পদের মধ্যে ৭ টি পদের বিপরীতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন মামলা দাখিল করায় নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত এবং ৭ টি পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	অনুমোদিত পদের বিপরীতে পূরণকৃত জনবল	শূন্য পদ সংখ্যা
১।	মহাপরিচালক	০১	০১ (প্রেষণ)	-
২।	পরিচালক (নীতিমালা ও উন্নয়ন)	০১	০১ (প্রেষণ)	-
৩।	পরিচালক (অনুসন্ধান ও উৎপাদন)	০১	-	০১
৪।	উপ পরিচালক (মাইনিং ও অপারেশন)	০১	০১	-
৫।	উপ পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)	০১	০১	-
৬।	উপ পরিচালক (প্রশাসন ও আইসিটি)	০১	-	০১
৭।	উপ পরিচালক (অনুসন্ধান ও উৎপাদন)	০১	-	০১
৮।	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)	০১	০১	-
৯।	সহকারী পরিচালক (মাইনিং)	০১	-	-
১০।	সহকারী পরিচালক (পিএসসি ও রিফর্মস)	০১	-	০১
১১।	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	০১	০১	-
১২।	সহকারী পরিচালক (আইসিটি)	০১	-	০১
১৩।	সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	০১	০১	-
১৪।	সহকারী পরিচালক (অনুসন্ধান)	০১	-	০১
১৫।	সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	০১	০১	-
১৬।	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	০১	-	০১
১৭।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	-	০১
১৮।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	-
১৯।	কম্পিউটার অপারেটর	০৪	-	০৪
২০।	ড্রাইভার	০৩	০৩	
২১।	সহকারী (হিসাব)	০১	-	০১
	মোট	**২৬**	**১২**	**১৪**

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আউটসোর্সিং এ নিয়োজিত চতুর্থ শ্রেণির জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	অনুমোদিত পদের বিপরীতে পূরণকৃত জনবল	শূন্য পদ সংখ্যা
১।	বার্তাবাহক	০১	০১	০
২।	এয়ারকন্ডিশন অপারেটর/ প্রজেক্টর অপারেটর	০১	০১	
৩।	সহকারী ইলেক্ট্রিশিয়ান	০১	০১	০
৪।	নিরাপত্তা প্রহরী	০৪	০৪	০
৫।	পরিচ্ছন্ন কর্মী	০২	০২	০
	মোট	**০৯**	**০৯**	**০০**

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

- নব সৃজিত সংস্থা
- প্রবল জনবলের সংকট
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ কারিগরী জনবলের জন্য স্বল্প আর্থিক সুবিধা
- স্টাডি ও গবেষণার সুবিধার স্বল্পতা
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ভিজিটের সীমাবদ্ধতা
- স্থায়ী ভবনের অভাব

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি এর কর্মধারাকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্দেশ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক "Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resources Management" শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, SDG ২০৩০ এবং ভিশন-২০৪১ অর্জনের জন্য একটি দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখা হবে।

❑ **এছাড়াও হাইড্রোকার্বন ইউনিট এ নিম্নলিখিত বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে**

- ✓ Mapping and Exploration Potential of Resources in Energy Sector;
- ✓ Sectoral Need Assessment to Achieve Vision-2041;
- ✓ Estimation of Updated Reserve of Hydrocarbon and Development of Reserver Management Plan;
- ✓ Policies Harmonization & Intervention of Emerging Legal Instrument for Energy Sector towards Developed Country;
- ✓ Capacity Development of Energy Sector to Cope up with 4.0 Industrial Revolution;
- ✓ Creating Environment for Private Sector Participation in Energy Sector;
- ✓ Development of Standard Operating Procedure for Safety & Security of Energy Users.
- ✓ Piloting Some Model Best Practices for Demand Side Management in Energy Sector;
- ✓ Formulation of Road Map to Mitigate GHGs for achieving the Targets of SDG7, Mujib Climate Prosperity Plan, & Paris Agreement;
- ✓ Identification of New Modern Energy Options & Means of Technology Transfer.

এছাড়াও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরী সহায়ক শক্তি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠা করা;
- নিয়মিত ওয়ার্কশপ, সেমিনারের আয়োজন;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা;
- কর্মকর্তাদের জ্বালানি সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে স্বল্প সময়ের জন্য প্রেষণের ব্যবস্থা করা;
- জ্বালানি ও খনিজ সেক্টরে যুগোপোযুগি বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- স্টাডি ও গবেষণাধর্মী কর্মসম্পাদন;

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অভ্যন্তরীণ ও দেশীয় প্রশিক্ষণ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের সময়কাল	মোট সময়কাল	মন্তব্য
১.	সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা,২০১৯	৫*কর্মকর্তা ৩*কর্মচারি	৩ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	
২.	শুদ্ধাচার ও সুশাসন	৫*কর্মকর্তা ৩*কর্মচারি	৩ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	
৩.	সরকারি কর্মচারি (শৃংঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮	৬*কর্মকর্তা ৩*কর্মচারি	৩ ঘন্টা	২৭ ঘন্টা	
৪.	দাপ্তরিক শিষ্ঠাচার	৫*কর্মকর্তা ৩*কর্মচারি	৩ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	
৫.	ACR Writing	৭*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	২১ ঘন্টা	
৬.	Ocean Energy Resources	৫*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৫ ঘন্টা	
৭.	Energy Perspective in Eighth Fifth Year Plan	৬*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	
৮.	Perspective Plan of Bangladesh (২০১০-২০২১)	৪*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১২ ঘন্টা	
৯.	Voluntary National Reviews (VNR), ২০২০	৬*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	
১০.	National Energy Policy, ২০০৪	৫*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৫ ঘন্টা	
১১.	Unaccounted Energy	৬*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	
১২.	Energy Economics	৬*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	
১৩.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ (পিপিআর ২০০৮)	৬*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	
১৪.	অফিস ব্যবস্থাপনা	৬*কর্মকর্তা ৩*কর্মচারি	৩ ঘন্টা	২৭ ঘন্টা	

১৫.	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৭*কর্মকর্তা	৫ ঘন্টা	৩৫ ঘন্টা	
১৬.	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৭*কর্মকর্তা	১ ঘন্টা	০৭ ঘন্টা	
১৭.	বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা	৬*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	
১৮.	Coal Sector Development Strategy	৭*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	২১ ঘন্টা	
১৯.	Bangladesh Delta Plan (BDP)	৭*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	২১ ঘন্টা	
২০.	Natural Gas Production Augmentation	৬*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	
২১.	Production Sharing Contract (PSC) Vs Revenue Sharing Contract (RSC)	৬*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	
২২.	Shale Gas	৭*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	২১ ঘন্টা	
২৩.	সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯	৬*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	
২৪.	Gas Depletion Strategy	৬*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	
২৫.	মধ্যপাড়া কঠিন শিলা	৭*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	২১ ঘন্টা	
২৬.	শুদ্ধাচার	৬*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	
২৭.	সুশাসন	৭*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	২১ ঘন্টা	
২৮.	Energy Scenario (২০২০-২০২১)	৭*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	২১ ঘন্টা	
২৯.	বাজেট ব্যবস্থাপনা	৬*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	
৩০.	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৬*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	
৩১.	Nationally Determined Contributions (NDC)	৭*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	২১ ঘন্টা	
৩২.	Net Zero Emissions	৭*কর্মকর্তা	৩ ঘন্টা	২১ ঘন্টা	
মোট				৬৩৩ ঘন্টা	

দেশীয় প্রশিক্ষণ

দেশীয় প্রশিক্ষণ						
১.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট	Office Management	১* কর্মকর্তা	০৩ দিন	২৪ ঘন্টা	
২.		Fire Fighting, First Aid and Rescue Operation	১* কর্মকর্তা	০২ দিন	১৬ ঘন্টা	
৩.		Public Procurement Act, 2006 & PPR 2008	১* কর্মকর্তা	০৩ দিন	২৪ ঘন্টা	
৪.		Project Management	১* কর্মকর্তা	০৩ দিন	২৪ ঘন্টা	
৫.		Audit Management: Objections and Disposals	১* কর্মকর্তা	০৩ দিন	২৪ ঘন্টা	
৬.		Sustainable Development Goals (SDGs)	১* কর্মকর্তা	০৩ দিন	২৪ ঘন্টা	
৭.		Human Resources Management and Good governance	১* কর্মকর্তা	০৩দিন	২৪ ঘন্টা	
৮.		Annual Confidential Report (ACR) Writing	২* কর্মকর্তা	০১ দিন	১৬ ঘন্টা	
৯.		Innovation ideas and skills	১* কর্মকর্তা	০২ দিন	১৬ ঘন্টা	
১০.		Design, Construction, Operation and Maintenance of Gas Pipeline	১* কর্মকর্তা	০৩ দিন	২৪ ঘন্টা	
১১.		Occupational Safety, Health & Environmental Management	১* কর্মকর্তা	০৩ দিন	২৪ ঘন্টা	

১২.		International Contract and Negotiation	১* কর্মকর্তা	০৩ দিন	২৪ ঘন্টা	
১৩.		Gas Network Analysis	১* কর্মকর্তা	০৩ দিন	২৪ ঘন্টা	
১৪.		Orientation on Innovation	১* কর্মকর্তা	০১ দিন	০৮ ঘন্টা	
১৫.		National Integrity Strategy [NIS]	১* কর্মকর্তা	০১ দিন	০৮ ঘন্টা	
১৬.		Conflict and Stress Management	১* কর্মকর্তা	০৩ দিন	২৪ ঘন্টা	
১৭.	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	Oracle based Database Application Design (সান্ধ্যকালীন)	১* কর্মকর্তা	৪৫ দিন	১৮০ ঘন্টা	
১৮.		Planning and Development for BCS (Admin) Cadre Officers	১* কর্মকর্তা	১৯ দিন	১৫২ ঘন্টা	
১৯.	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	Capacity Building for Generating Data on Environment, Climate Change and Disaster Management Issues in Focusing to policy coherence for sustainable development	১* কর্মকর্তা	০৩ দিন	২৪ ঘন্টা	
মোট					৬৮৪ ঘন্টা	
সর্বমোট					১৩১৭ ঘন্টা	

- ✓ **২০২০-২০২১** অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং দেশীয় প্রশিক্ষণের মোট সময় = **১৩১৭** ঘন্টা।
- **২০২০-২০২১** অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মোট জনবলের সংখ্যা = ১২ (বার) জন।
- **২০২০-২০২১** অর্থ বছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের জনবলের প্রশিক্ষণের সময় **(১৩১৭/১২)=১০৯.৭৫** জনঘন্টা।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি

হাইড্রোকার্বন ইউনিট'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য গঠিত "এপিএ" কমিটি

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
০১	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, পরিচালক (উপ সচিব)	টিম লিডার
০২	জনাব শিহাব মাহমুদ, সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	ফোকাল পয়েন্ট
০৩	জনাব দেবব্রত দাস, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)	সদস্য
০৪	জনাব এম আলাউদ্দিন আল আজাদ, সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ নাজমুল হক, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	সদস্য সচিব

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান	মোবাইল নম্বর ও ইমেইল
১।	মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (উপসচিব)	চিফ ইনোভেশন অফিসার	০১৭১১০৩৭৯৮৭ jakir4222@gmail.com
২।	মোঃ নাজমুল হক সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	ফোকাল পয়েন্ট	০১৭১৮০৩৯৭২৯ ad-plan@hcu.org.bd
৩।	দেবব্রত দাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)	সদস্য	০১৯১৮১১৮৩৬৩ debbrath@hcu.org.bd
৪।	এম.আলাউদ্দিন আল আজাদ সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	সদস্য	০১৮৪২০৮০৫৮৩ ad-ops@hcu.org.bd
৫।	শিহাব মাহমুদ সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	সদস্য সচিব	০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ shihab@hcu.org.bd

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'নৈতিকতা কমিটি'

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান	মোবাইল নম্বর ও ইমেইল
১।	মো: জাকির হোসেন পরিচালক (উপসচিব)	সভাপতি	০১৭১১০৩৭৯৮৭ jakir4222@gmail.com
২।	দেবব্রত দাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)	ফোকাল পয়েন্ট	০১৯১৮১১৮৩৬৩ debbrath@hcu.org.bd
৩।	শিহাব মাহমুদ সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	সদস্য	০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ shihab@hcu.org.bd
৪।	এস. এম. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯১০০১০০৪৯ smfaruqa@gmail.com
৫।	এম.আলাউদ্দিন আল আজাদ সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	সদস্য সচিব ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	০১৮৪২০৮০৫৮৩ ad-ops@hcu.org.bd

হাইড্রোকার্বন ইউনিট'র আইসিটি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

নাম ও পদবি		ফোন ও ই-মেইল
শিহাব মাহমুদ, সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	ফোন: ৮৩৯১১১৩ মোবা: ১৮৩৪৮১৩৩৯৬ shihab@hcu.org.bd
এম আলাউদ্দিন আল আজাদ, সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	ফোন: ৮৩৯১১৬৩ মোবা: ০১৮৪২০৮০৫৮৩ ad-ops@hcu.org.bd

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান	মোবাইল নম্বর ও ইমেল
১।	মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (উপসচিব) নীতিমালা ও উন্নয়ন	আহ্বায়ক	০১৭১১০৩৭৯৮৭ jakir4222@gmail.com
২।	এম.আলাউদ্দিন আল আজাদ সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	ফোকাল পয়েন্ট	০১৮৪২০৮০৫৮৩ ad-ops@hcu.org.bd
৩।	মোঃ নাজমুল হক সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	সদস্য	০১৭১৮০৩৯৭২৯ ad-plan@hcu.org.bd
৪।	এস. এম. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯১০০১০০৪৯ smfaruqa@gmail.com
৫।	দেবব্রত দাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)	সদস্য সচিব ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	০১৯১৮১১৮৩৬৩ debbrath@hcu.org.bd

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১০ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

১।	মোঃ নাজমুল হক সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	০১৭১৮০৩৯৭২৯ ad-plan@hcu.org.bd	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	হাইড্রোকার্বন ইউনিট, ১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
২।	শিহাব মাহমুদ সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ shihab@hcu.org.bd	বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	হাইড্রোকার্বন ইউনিট, ১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

আপিল কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১৭২০৩০৯২৫০ hcu@hcu.org.bd

তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান	মোবাইল নম্বর ও ইমেইল
১।	মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (উপসচিব)	আহ্বায়ক	০১৭১১০৩৭৯৮৭ jakir4222@gmail.com
২।	মোঃ নাজমুল হক সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	ফোকাল পয়েন্ট	০১৭১৮০৩৯৭২৯ ad-plan@hcu.org.bd
৩।	দেবব্রত দাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব	সদস্য	০১৯১৮১১৮৩৬৩ debbrath@hcu.org.bd
৪।	এম.আলাউদ্দিন আল আজাদ সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	সদস্য	০১৮৪২০৮০৫৮৩ ad-ops@hcu.org.bd
৫।	শিহাব মাহমুদ সহকারী পরিচালক (রিজার্ভয়ার ও উৎপাদন)	সদস্য সচিব ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ shihab@hcu.org.bd

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল
জনাব মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (উপ সচিব)	ফোন: ৮৩৯১০৮৫ মোবা: ০৭১১০৩৭৯৮৭ jakir4222@gmail.com

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান	মোবাইল নম্বর ও ইমেইল
১।	মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক (উপসচিব)	আহ্বায়ক	০১৭১১০৩৭৯৮৭ jakir4222@gmail.com
২।	এম.আলাউদ্দিন আল আজাদ সহকারী পরিচালক (অপারেশন)	ফোকাল পয়েন্ট	০১৮৪২০৮০৫৮৩ ad-ops@hcu.org.bd
৩।	এস. এম. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯১০০১০০৪৯ smfaruqa@gmail.com
৪।	দেবব্রত দাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)	সদস্য সচিব	০১৯১৮১১৮৩৬৩ debbrath@hcu.org.bd

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাজেট কাঠামো

- মিশন স্টেটমেন্ট
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ইউনিটওয়ারি ব্যয়
- প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ
- কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক কোড কোডওয়ারি মোট রাজস্ব প্রাপ্তি
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক কোড ভিত্তিক উদ্বৃত্ত হিসাব বিবরণী

বাজেট কাঠামো

(হাজার টাকায়)

বিষয়	বাজেট ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১
অনুন্নয়ন	২৭৮০০	২১৮৭০
উন্নয়ন	-	-
মোট	**২৭৮০০**	**২১৮৭০**
রাজস্ব	২৫৮০০	১৯৮৭০
মূলধন	২,০০০	২,০০০
মোট	২৭৮০০	২১৮৭০

মিশন স্টেটমেন্ট

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মিশন স্টেটমেন্টঃ

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ এর বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন, আহরণ, বিতরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম
১. জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	▪ প্রাথমিক জ্বালানী উৎসের বহুমুখীকরণ (কয়লা, নবায়নযোগ্য জ্বালানী) ▪ ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন
২. দেশের সকল অঞ্চলে জ্বালানীর সরবরাহ ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	▪ গ্যাসের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। ▪ জ্বালানী ক্ষেত্রে হেলথ সেফটি এনভাইরনমেন্টাল (এইচএসই) নিশ্চিতকরণ।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ইউনিটওয়ারি ব্যয়

(হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট		প্রকৃত ব্যয়
	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১	২০২০-২০২১
অফিসারদের বেতন	৪৪৮০.০০	৪২৫০.০০	৩৯৪১.০০
কর্মচারীদের বেতন	৪৫০.০০	৪১০.০০	৪০৬.০০
ভাতাদি	৫২৬০.০০	৪২১২.০০	৩৭৯৯.০০
প্রশাসনিক ব্যয়	৪৭৯৫.০০	৪৪৭৮.০০	৪০৬৭.০০
প্রশিক্ষণ	২৩০০.০০	১০০০.০০	৮১৭.০০
ভ্রমণ ব্যয়	৩২০০.০০	১০০০.০০	৫৯২.০০
পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৮৬০.০০	৮৬০.০০	৫৭৬.০০
মুদ্রণ ও মনিহারি	৯০৫.০০	৭১০.০০	৭১০.০০
পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়	১২০০.০০	৮০০.০০	৫৯৭.০০
মেরামত ও সংরক্ষণ	২৩৫০.০০	২১৫০.০০	২১৩৭.০০

সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৯.০০
সর্বমোট	**২৭৮০০.০০**	**২১৮৭০.০০**	**১৯৬৪১.০০**

প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ

নির্দেশক	সংশিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক	পরিমাপের একক	২০১৯-২০		২০২০-২১	
			সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সমীক্ষা	১,২	সংখ্যা	১৫	১৫	১৫	১৬
ওয়ার্কশপ/সেমিনার	১	সংখ্যা	৮	৮	৮	১০

কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

কার্যক্রম	ফলাফল নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক	পরিমাপের একক	২০১৯-২০		২০২০-২১	
				সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জ্বালানী সম্পদের মজুদ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন	সমীক্ষা	১,২	সংখ্যা	১৩	১৩	১৩	১৪
ওয়ার্কশপ/সেমিনার	ওয়ার্কশপ/ সেমিনার পরিচালনা	১	সংখ্যা	৮	৮	৮	১০
গবেষণা কার্যক্রম	গবেষণা সমীক্ষা	১	সংখ্যা	২	২	২	২

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক কোডওয়ারি মোট রাজস্ব প্রাপ্তি

(টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	লক্ষ্যমাত্রা, ২০২০-২১				মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি ২০২০-২১	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার			
১৪৪১২৯৯	অন্যান্য আদায়	৫,০০০	১০,০০০	১০,০০০	২০,০০০	**৪৫,০০০**	২৫৭,৫০০	
১৪২৩২০৪	সরকারি যানবাহন ব্যবহার ফি	-	-	-	৫,০০০	৫,০০০	৩,৫০০	
মোট লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত প্রাপ্তি						**৫০,০০০**	২৬১,০০০	

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক কোড ভিত্তিক উদ্বৃত্ত হিসাব বিবরণী

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট	২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত	২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্বৃত্ত
৩১১১	**নগদ মজুরী ও বেতন**				
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৪৪৮০	৪২৫০	৩৯৪১	৩০৯
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	৪৫০	৪১০	৪০৬	৪
৩১১১৩০২	**যাতায়াত ভাতা**	২০	১২	১১	১
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	২৮০	৬০	৫৪	৬
৩১১১৩১০	**বাড়ি ভাড়া ভাতা**	২৫০০	২৪০০	২২৭৩	১২৭
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৩৫০	২৩০	২০৭	২৩
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	৪০	৩০	০	৩০
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১২০	১০০	৮৮	১২
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	২০	১০	৭	৩
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	১০০০	৮০০	৭২৩	৭৭
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৩০০	২০০	২০০	০
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৩৫০	১০০	০	১০০
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	৩০	২০	১২	৮
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	১০০	১৫০	১৫০	০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৫০	১০০	৭৪	২৬
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	০	০	০	০
	উপ মোট=	**১০১৯০**	**৮৮৭২**	**৮১৪৬**	**৭২৬**
৩২১১	**প্রশাসনিক ব্যয়**				
৩২১১১০৪	আনুষঙ্গিক কর্মচারী/প্রতিষ্ঠান	২৬০০	**২৫১০**	২৩১৫	**১৯৫**
৩২১১১০৬	**আপ্যায়ন ব্যয়**	**৫০**	**৫৫**	**৫৫**	**০০**
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	১১০০	**১০০০**	৯৯৮	**২**
*	বিদ্যুৎ	২০০	**৫০**	০	**৫০**
*	পানি	১৫০	**৫০**	০	**৫০**
*	কুরিয়ার	২০	**৫**	১	**৪**
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	৫০	**১৮০**	১২৫	**৫৫**
*	ডাক	২০	**১০**	০	**১০**
*	টেলিফোন	১৫০	**১০০**	৫৫	**৪৫**
*	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	৩০০	**৩৫০**	৩৫০	**০০**
৩২১১১২৭	**বই পত্র ও সাময়িকী**	**৫০**	**৫০**	**৫০**	**০**
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	৪০০	**১০০**	১০০	**০০**
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	২০	**১৮**	১৮	**০**
	উপ মোট=	**৪৭৯৫**	**৪৪৭৮**	**৪০৬৭**	**৪১১**
৩২৩১	**প্রশিক্ষণ**				
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	২৩০০	**১০০০**	**৮১৭**	**১৮৩**
	উপ মোট=	২৩০০	**১০০০**	**৮১৭**	**১৮৩**
৩২৪৩	**পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট**				
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	২১০	**২১০**	১৯৩	**১৪৮**
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	৬৫০	**৬৫০**	৩৮৩	**৩১৩**
	উপ মোট=	**৮৬০**	**৮৬০**	**৫৭৬**	**২৮৪**

৩২৪৪	**ভ্রমণ ও বদলি**				
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৩২০০	**১০০০**	৫৯৩	**৪০৭**
	উপ	৩২০০	**১০০০**	৫৯৩	**৪০৭**
৩২৫৫	**মুদ্রণ ও মনিহারি**				
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	২৫	**১০**	১০	**০০**
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৮৮০	**৭০০**	৭০০	**০০**
	উপ মোট=	**৯০৫**	**৭১০**	**৭১০**	**০০**
৩২৫৭	**পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়**				
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	**৫০০**	**১০০**	**০**	**১০০**
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	**১০০**	**১০০**	**০**	**১০০**
৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	**৫০০**	**৫০০**	**৪৯৮**	**২**
৩২৫৭১০৬	শুদ্ধাচার	**১০০**	**১০০**	**৯৯**	**১**
	উপ মোট=	**১২০০**	**৮০০**	**৫৯৭**	**২০৩**
৩২৫৮	**মেরামত ও সংরক্ষণ**				
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৪০০	**২০০**	১৮৮	**১২**
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	৫০	**৫০**	৪৯	**১**
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৫০০	**৫০০**	৫০০	**০**
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	৫০০	**৫০০**	৫০০	**০**
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৯০০	**৯০০**	৯০০	**০**
মোট=	**উপ**	**২৩৫০**	**২১৫০**	**২১৩৭**	**১৩**
৩৫১২১০৩	সরকারি কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণের সুদের উপর ভর্তুকি	**০**	**০**	**০**	**০**
মোট=	**উপ**	**০**	**০**	**০**	**০**
৪১১২	**যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি**				
**** ৪১১২১০১	মোটযান	০	**০**	০	**০**
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১০০০	**১০০০**	৯৯৯	**১**
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৫০০	**৫০০**	৫০০	**০**
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৫০০	**৫০০**	৪৯৯	**১**
	উপ মোট=	**২০০০**	**২০০০**	**১৯৯৮**	**২**
	মোট =	**২৭৮০০**	**২১৮৭০**	**১৯৬৪১**	**২২২৯**

তৃতীয় অধ্যায়

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সম্পাদিত কার্যক্রম

- ২০২০-২১ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ
- বিবিধ প্রতিবেদনসমূহ
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট তথ্য ও মতামত প্রদান করেছে

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সম্পাদিত কার্যক্রম

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন নীতিমালা, MoU, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে। Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডাটাবেজ থেকে "Gas and Coal Reserve & Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে।এছাড়াও মাসিক গ্যাস উৎপাদন এবং খাতওয়ারী মাসিক ব্যবহারের উপাত্তের উপর ভিত্তি করে "Annual Gas Production and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

- ✓ মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে
  - ফ্লায়ার প্রকাশ
  - জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ
  - পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসমূহের আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) প্রকাশ
  - বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানীসমূহের আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন প্রকাশ
  - জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ড্যাশবোর্ড তৈরি।
  - Energy Scenario of Bangladesh 2019-2020 প্রকাশ
  - Annual Report 2019-2020 প্রকাশ
  - Monthly Report প্রকাশ
- ✓ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে "Energy Scenario of Bangladesh: Prospects, Challenges & Way Forward" শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনার আয়োজনে সহযোগীতা প্রদান ও ফ্লায়ার প্রকাশ।
- ✓ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ভার্চুয়ালি স্বাক্ষর এবং যথাযথভাবে কর্মসম্পাদন।
- ✓ শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ যথাযথ বাস্তবায়ন।
- ✓ সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ১০ টি সফল সেমিনার আয়োজন

হাইড্রোকার্বন ইউনিটে ২০২০-২১ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত ওয়াকর্শপ/সেমিনার

ক্রমিক নং	ওয়াকর্শপ/সেমিনার এর নাম	অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ
১.	Hydrogen the Future Fuel	29.09.2020
২.	SCADA System in Gas Sector	20.10.2020
৩.	Fourth Industrial Revolution in Oil & Gas Sector	17.11. 2020
৪.	Gas Leakage Detection & Digital Mapping	21.12.2020
৫.	Role of Private Entities in the Energy Sector of Bangladesh	20.01.2021
৬.	Prospects of Biofuels in Bangladesh	22.02.2021
৭.	Improvement of Energy Efficiency & Conservation in the Energy Sector of Bangladesh	21.03. 2021
৮.	Digital Transformation Strategy in Energy & Power Sector	09.05.2021
৯.	SDG 7: Progress so far.	02.06.2021
১০.	জ্বালানী খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন স্ট্র্যাটেজি এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা	13.06.2021

১. "Hydrogen: The Future Fuel"

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর উদ্যোগে ২৯-০৯-২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় "Hydrogen: The Future Fuel" শীর্ষক একটি অনলাইন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এ.এস. এম. মঞ্জুরুল কাদের। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোঃ আমান উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক, যন্ত্র কৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, PMRE বিভাগ, বুয়েট, জনাব মোল্ল্যা আমজাদ হোসেন, এডিটর, Energy and Power এবং ড. কাজী বায়েজিদ কবির, সহযোগী অধ্যাপক, Chemical Engineering বিভাগ, বুয়েট। সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়, শিল্প মন্ত্রনালয়, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, বিপিসি ও বিপিসির কোম্পানিসমূহ, জিএসবি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ইপিআরসি, বিপিডিবি, পাওয়ার সেল এবং বিভিন্ন পাবলিক/ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং প্যানেল আলোচনার পর প্রতিনিধিগন উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

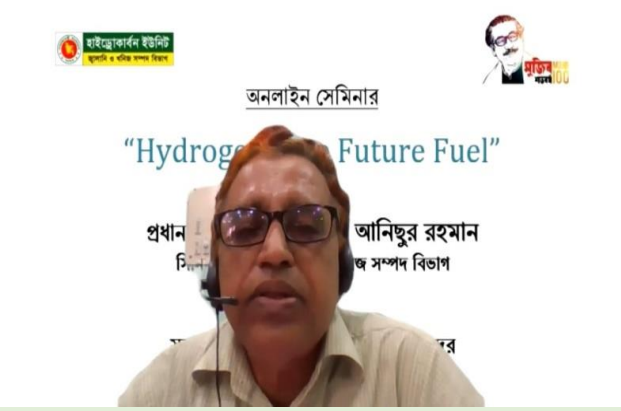

সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা

- ✓ বিগত কয়েক দশকে শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের নিমিত্তে জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ানোর ফলে বর্ধিত কার্বন নিঃসরণের ফলে আমাদের পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্যারিস চুক্তি অনুসারে, পরবর্তী শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রির বেশি হওয়া উচিত নয়। কার্বন নিঃসরণ কমাতে, ক্লিন ও মডার্ণ এনার্জিকে সুস্থ পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে পাশাপাশি এটি দামে সাশ্রয়ী হওয়া প্রয়োজন।

- ✓ কার্বন নিঃসরণ এবং গ্রিন হাউস গ্যাস (জিএইচজি) কমাতে নবায়নযোগ্য শক্তির টেকসই বিকল্প উৎস হতে পারে হাইড্রোজেন জ্বালানি।

- ✓ এফসিইভি (ফুয়েল সেল ইলেকট্রিক ভেহিকেল) এর দীর্ঘ মাইলেজ এবং পরিবহন সহ ভারী শুল্ক গাড়ির জন্য প্রযোজ্য। ব্যাটারিচালিত বৈদ্যুতিক যানবাহন দক্ষ স্বল্প দূরত্ব পরিবহন ব্যবস্থার জন্য উপযোগী যদিও উভয়ই একে অপরের জন্য প্রতিযোগিতামূলক নয়।

- ✓ সার শিল্প ও টেক্সটাইল শিল্প বর্তমানে হাইড্রোজেন উৎপাদনের জন্য SMR (Steam Methane Reforming) প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিন্তু CO_2 তৈরি করে যা পরিবেশের জন্য উপযোগী নয়। অতএব, পরবর্তী দিনগুলিতে হাইড্রোজেন জ্বালানি প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা হতে পারে।

- ✓ বর্তমানে $ ৩.৫-৫.০০/জিজিই (গ্যাসোলিন গ্যালন ইক্যুইভ্যালেন্ট) হাইড্রোজেন উৎপাদনের খরচ যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য $ ২.২৭।

- ✓ বিসিএসআইআর, বিইপিআরসি, পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষকদের সহযোগিতায় এই হাইড্রোজেন প্রযুক্তি নিয়ে আরও গবেষণা চালানো উচিত।

২. SCADA System in Gas Sector

২০-১০-২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর উদ্যোগে "SCADA System in Gas Sector" শীর্ষক একটি অনলাইন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এ.এস. এম. মঞ্জুরুল কাদের। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী মোঃ আতিকুজ্জামান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী

লিমিটেড। সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব অরুণ কর্মকার, সভাপতি, বাংলাদেশ এনার্জি রিপোর্টার্স ফোরাম এবং প্রকৌশলী মোঃ কামরুজ্জামান, পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স), পেট্রোবাংলা।
উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, বিপিসি ও বিপিসির কোম্পানিসমূহ, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ব্লু ইকোনমি সেল, স্রেডা, পাওয়ার সেল এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং প্যানেল আলোচনার পর প্রতিনিধিগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

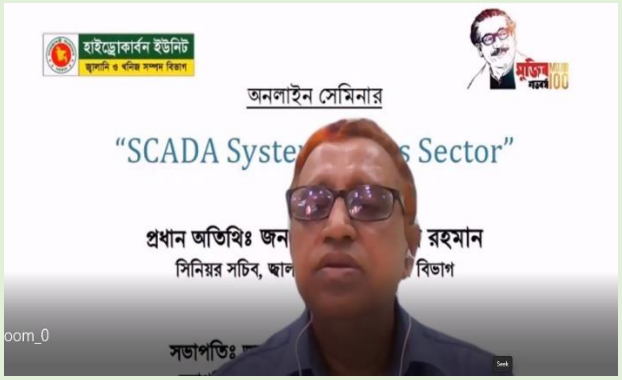

সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা

- ✓ সম্পূর্ণ গ্যাস ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন, মিটারিং স্টেশনগুলো স্বচ্ছতার বিকাশ, দুর্নীতি কমানো এবং দক্ষ অপারেশনের জন্য সঠিক অনলাইন মনিটরিং সিস্টেমের অধীনে থাকা উচিত।

- ✓ ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন থেকে সত্যিকারের রিয়েল-টাইম ডেটা অর্জনের জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্রমাঙ্কন করা উচিত যা আমাদের গ্যাস বিক্রয়ের লভ্যাংশকে বৃদ্ধি করবে।

- ✓ বাংলাদেশে SCADA সিস্টেম শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষিতে চালু আছে কিন্তু রিয়েল-টাইম ডাটা অধিগ্রহণের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য দূরবর্তী দূরত্ব থেকে আনম্যানড কার্যকলাপকে বর্তমান সুবিধার সাথে সংযুক্ত করা উচিত।

- ✓ গ্যাস পরিমাপের পরিপ্রেক্ষিতে SCADA, প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রেরক এবং রিসিভার এর কাষ্টডিয়াল স্থানান্তরের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

- ✓ GTCL এর যে সাব -কন্ট্রাক্টর সম্পূর্ণ SCADA সিস্টেমটি কার্যকর করেছিলেন তাদের নির্দেশনায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে।

- ✓ ঢাকা শহরে টিজিটিডিসিএল কর্তৃক পাইপলাইন লিকেজ ও সিস্টেম লস কমানোর জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

- ✓ জনসচেতনতা এবং উপলব্ধি স্পষ্ট হওয়া উচিত এবং জ্বালানি খাতের যে কোন আপডেট সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল বিভাগ থেকে প্রাসঙ্গিক সংবাদ প্রচার করতে হবে।

৩. 4th Industrial Revolution in Oil and Gas Sector

১৭-১১-২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত "4th Industrial Revolution in Oil and Gas Sector" শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এ.এস. এম. মঞ্জুরুল কাদের। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. এ বি এম আলিম আল ইসলাম, প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসই, বুয়েট। সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোল্লা আমজাদ হোসেন, এডিটর, এনার্জি এন্ড পাওয়ার এবং ড. মাহবুবুর রহমান,বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ পিএমআরই, বুয়েট।
উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিপিসি ও বিপিসির কোম্পানিসমূহ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ব্লু ইকোনমি সেল, পাওয়ার সেল এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং প্যানেল আলোচনার পর প্রতিনিধিগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা

- ✓ জ্বালানি খাতের অটোমেশনে (যেমনঃ SCADA) এই খাত আরো স্বচ্ছ হবে এবং এই সেক্টরে অন্যায্য বা দুর্নীতি প্রশমনে সাহায্য করবে।
- ✓ বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস, এআই এবং আইওটি তথ্য মূল্যায়ন করতে সাহায্য করতে পারে এবং ভবিষ্যতে সঠিক সময়ে সঠিক নীতি নিতে গ্রহণে সাহায্য করতে পারে।
- ✓ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব জ্বালানি খাতে সরবরাহ বনাম চাহিদা (ব্যবহার) কার্যকরভাবে পূর্বাভাস দিতে পারে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- ✓ প্রায় ৪০% মাইনিং কোম্পানি আগামী ৩-৫ বছরে উৎপাদন পর্যায়ে ভিআর (ভার্চুয়াল রিয়ালিটি) এবং এআই-তে বিনিয়োগ করবে।
- ✓ বিদ্যুৎ শিল্পে এআই যেমন স্মার্ট গ্রিড, রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সমন্বয়, স্মার্ট হোম এবং স্মার্ট মিটার বিদ্যুৎ খাতে নতুন মাত্রা যোগ করছে।
- ✓ শিল্প ৪.০ এর সাথে মোকাবিলা করার জন্য দক্ষ জনশক্তির জন্য পেশাদার উন্নয়ন অবিলম্বে শুরু করা প্রয়োজন।

৪. Gas Leakage Detection & Digital Mapping

২২ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত ““Gas Leakage Detection & Digital Mapping” শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব এ.এস. এম. মঞ্জুরুল কাদের। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌ. আলী ইকবাল মোঃ নূরুল্লাহ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড। সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আব্দুল আজিজ খান, সাবেক সদস্য বিইআরসি ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং জনাব অরুণ কর্মকার, সভাপতি, বাংলাদেশ এনার্জি রিপোর্টার্স ফোরাম।
উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ব্লু ইকোনমি সেল, পাওয়ার সেল এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং প্যানেল আলোচনার পর প্রতিনিধিগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা

- ✓ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- ✓ জরুরিভিত্তিতে গ্যাস ডিটেকশনের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হবে।
- ✓ টেকনিক্যাল টিমের জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধিপূর্বক আরও কর্মতৎপর হতে হবে।
- ✓ অবৈধ গ্যাস সংযোগ দ্রুত বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং এ কাজে বাধাপ্রাপ্ত হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নিতে হবে।
- ✓ ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের ডিজিটাল ম্যাপিং দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ✓ সিটি কর্পোরেশন, রাজউক, ওয়াসা, ডেসকো প্রভৃতি উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনকারী সংস্থা সমূহের সাথে সমন্বয় করে কর্মসম্পাদন করতে হবে।
- ✓ সেবা প্রদানের বিষয়ে সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. Role of Private Entities in the Energy Sector of Bangladesh

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত "Role of Private Entities in the Energy Sector of Bangladesh" শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনার ২০-০১-২০২১ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।
সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান স্যার। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এ.এস. এম. মঞ্জুরুল কাদের। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব আজম জে চৌধুরী, চেয়ারম্যান, ইষ্টকোষ্ট গ্রুপ । সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনার্জি রিপোর্টার্স ফোরাম বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট জনাব অরুণ কর্মকার এবং সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল এর ডিরেক্টর জনাব ফয়সাল করিম খান।
সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, বিপিসি ও বিপিসর কোম্পানিসমূহ, জিএসবি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ব্লু ইকোনমি সেল, পাওয়ার সেল, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, এফবিসিসিআই, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইমপোর্টারস এসোসিয়েশন, ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রী, চিটাগং চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রী , মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রী , সামিট এলএনজি টার্মিনাল কোম্পানী , ইউনাইটেড গ্রুপ , এক্সিলারেট এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড, বিআইপিপিএ, বসুন্ধরা এলপি গ্যাস লিমিটেড, বেক্সিমকো এলপিজি ইউনিট-১ লিমিটেড, যমুনা গ্যাস, পেট্রোম্যাক্স এলপিজি লিমিটেড, লাফজ গ্যাস বাংলাদেশ লিমিটেড, ওমেরা এলপিজি, টোটাল বাংলাদেশ (প্রিমিয়ার এলপি গ্যাস লিমিটেড), শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড, ক্রিস এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড, র‍্যাংকস পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, এম জে এল বাংলাদেশ লিমিটেড, নাভানা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, পদ্মা গ্রুপ, গালফ ওয়েল বাংলাদেশ লিমিটেড, লাফজ গ্যাস বাংলাদেশ লিমিটেড, পেট্রোম্যাক্স এলপিজি লিমিটেড, এলপিজি অপারেটর্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ এবং অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং প্যানেল আলোচনার পর প্রতিনিধিগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

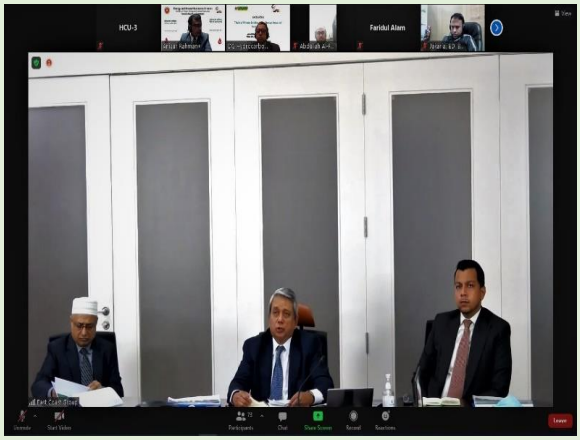

সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা

- ✓ কার্যকরী এবং দক্ষ আমদানি ও রপ্তানি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বন্দর উন্নয়ন কার্যক্রম জরুরি প্রয়োজন।
- ✓ উদ্যোক্তা ও নির্মাতাদের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জ্বালানির মূল্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।
- ✓ এলপিজি সিলিন্ডারের কাঁচামালের উচ্চ আমদানি খরচ পর্যালোচনা করা উচিত।

- ✓ এলপিজি সিলিন্ডার ক্রস ফিলিংয়ের মতো অসৎ পদ্ধতিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
- ✓ ল্যুব অয়েল সেগমেন্টের ভেজাল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এবং ব্যবহৃত তেল পরিবেশগত নিরাপত্তার বিষয়ে সঠিকভাবে পরিচালনা করা উচিত।
- ✓ এফএসআরইউ থেকে পূর্ণ সক্ষমতা অর্জনেরে জন্য এলএনজি গ্রিড পাইপলাইনের উন্নয়ন করা উচিত।
- ✓ জাতীয় পাইপলাইন গ্রিডে বেসরকারি সংস্থার (স্থানীয়) বিনিয়োগ বিবেচনা করা যেতে পারে।

৬. Prospects of Biofuels in Bangladesh

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত **"Prospects of Biofuel in Bangladesh"** শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান স্যার। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব এ.এস. এম. মঞ্জুরুল কাদের। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. এ কে এম মাহবুব হাসান, অধ্যাপক, বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ তানভীর সওগাত, সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট এবং জনাব মোল্লা আমজাদ হোসেন, এডিটর, এনার্জি এন্ড পাওয়ার।

উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি ও বিপিসির কোম্পানিসমূহ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ব্লু ইকোনমি সেল এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং প্যানেল আলোচনার পর প্রতিনিধিগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা

- ✓ বাংলাদেশের বর্তমান প্রাথমিক শক্তির একটি বড় অংশ ক্রমান্বয়ে আমদানির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নবায়নযোগ্য শক্তির বিভিন্ন উৎস অবিলম্বে বিবেচনা করা উচিত।

- ✓ নবায়নযোগ্য শক্তির বিকাশ ও আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য গবেষণায় সহায়তা বৃদ্ধি করা উচিত।
- ✓ জৈব জ্বালানি উৎপাদনে (বায়োগ্যাস, বায়োথানল এবং বায়োডিজেল) বিশেষ মনোনিবেষ প্রয়োজন।
- ✓ আমাদের যথেষ্ট সামুদ্রিক খাত (সাগর, নদী, খাল) থেকে মাইক্রোএলজি সংগ্রহ করা যা বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি নতুন সম্ভাবনা।
- ✓ কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশের জন্য জৈব জ্বালানি বেশি কার্যকর। যেহেতু বাংলাদেশ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং খাদ্য নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে, জৈব জ্বালানির কাঁচামাল নিশ্চিত করা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- ✓ জ্বালানি অপচয় রোধ করতে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষ জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- ✓ টেকসই জ্বালানি সমাধানের জন্য নবায়নযোগ্য শক্তির শিল্পায়নের নিমিত্তে গবেষণা কাজ আরো জোরদার করা উচিত।

৭. Improvement of Energy Efficiency & Conservation in the Energy Sector of Bangladesh

২১ মার্চ, ২০২১ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত "Improvement of Energy Efficiency & Conservation in the Energy Sector of Bangladesh" শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান স্যার। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব এ.এস. এম. মঞ্জুরুল কাদের। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. আব্দুল হাসিব চৌধুরী, অধ্যাপক, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট । সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ পিএমআরই, বুয়েট এবং জনাব মোল্লা আমজাদ হোসেন, এডিটর, এনার্জি এন্ড পাওয়ার।

এছাড়াও সেমিনারে ড. ম.তামিম, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ পিএমআরই, বুয়েট এবং ড. সত্যপ্রসাদ মজুমদার, উপাচার্য, বুয়েট যুক্ত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিপিসি ও বিপিসির কোম্পানিসমূহ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ব্লু ইকোনমি সেল, ইপিআরসি, বিসিআইসি, স্রেডা, পাওয়ার সেল, বিআরইবি এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং প্যানেল আলোচনার পর প্রতিনিধিগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা

- ✓ সরকারি দক্ষ জ্বালানি ভবনগুলির জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ।
- ✓ শিল্পের জন্য স্বেচ্ছায় EE&C অ্যাকশন প্ল্যানের জন্য প্রণোদনা [যেমনঃ শিল্প জ্বালানি দক্ষতা পরিমাপের জন্য কর প্রণোদনা এবং স্বল্প সুদে ঋণ]
- ✓ যাত্রীবাহী গাড়ির জন্য জ্বালানি দক্ষতার মান এবং লেবেলিং [কর প্রণোদনা এবং ইভি ইত্যাদির জন্য সল্প সুদে ঋণ] এর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ
- ✓ নতুন প্রযুক্তির জন্য ভর্তুকি
- ✓ গ্রীন এনার্জির জন্য ব্যাংকিং নীতি পর্যালোচনা
- ✓ সম্মিলিত CHP (combined heat and power)- এর জন্য ব্যবসায়িক মডেলের উন্নয়ন
- ✓ মিটারিং এবং এনার্জি ডেটা ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নে যথযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ✓ সচেতনতা প্রোগ্রাম [স্কুল প্রোগ্রাম, ভোক্তা শিক্ষা এবং প্রচার প্রচারণা]; নন এনার্জির সুবিধা সনাক্তকরণে দক্ষতা।

৮. Digital Transformation Strategy in Energy & Power Sector

৯ মে ২০২১, রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর উদ্যোগে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত "Digital Transformation Strategy in Energy & Power Sector" শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান স্যার। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব এ.এস. এম. মঞ্জুরুল কাদের। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. এ. বি. এম. আলিম আল ইসলাম, অধ্যাপক, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট । সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ হোসাইন, মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল এবং জনাব মোল্লা আমজাদ হোসেন, এডিটর, এনার্জি এন্ড পাওয়ার।

এছাড়াও সেমিনারে ড. সত্যপ্রসাদ মজুমদার, উপাচার্য, বুয়েট এবং ড.আশিকুর রহমান, বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট যুক্ত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।
উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিপিডিবি, বিপিসি ও বিপিসির কোম্পানিসমূহ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ব্লু ইকোনমি সেল, ইপিআরসি, বিসিআইসি, স্রেডা, পাওয়ার সেল, পিবি এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং প্যানেল আলোচনার পর প্রতিনিধিগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা

- ✓ বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতে সাইবার ঝুঁকি এবং দুর্বলতা চিহ্নিত করা প্রয়োজন
- ✓ জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ শিল্পের বিদ্যমান নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের উপর ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন
- ✓ সাইবার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরাপত্তা প্যাচ ব্যবস্থাপনা এবং ক্রমাগত সিস্টেম আপগ্রেডেশন প্রয়োজন
- ✓ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের জন্য সাইবার ক্রাইম হটলাইন বিবেচনা করা উচিত
- ✓ ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশনের জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ✓ যত দ্রুত সম্ভব প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্যোগ প্রয়োজন
- ✓ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে সাইবার নিরাপত্তা সম্বন্ধে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জনশক্তির প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন।
- ✓ ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার চালু করা এবং এটি সঠিকভাবে সুরক্ষিত করা
- ✓ টেকসই পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য নীতি নির্ধারক, শিল্প উদ্যোক্তা ও শিক্ষাবিদদের সহযোগিতা করা উচিত
- ✓ স্বচ্ছতা এবং সিস্টেম দক্ষতার জন্য গ্যাস পাইপলাইন এবং নেটওয়ার্কিং সিস্টেমে এআই স্থাপন
- ✓ আমাদের সংশ্লিষ্ঠ কারিগরী তথ্য আমাদের নিজস্ব সক্ষমতায় সংগ্রহ করতে হবে। ফলশ্রুতিতে আমাদের নিজস্ব জনবল প্রশিক্ষণ ও বিকাশ করতে হবে।

৯. SDG 7: Progress so far

০২-০৬-২০২১ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত "SDG-7: Progress so Far" শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান স্যার। সেমিনারে সভাপতিত্ব এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এ.এস. এম. মঞ্জুরুল কাদের।
উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, বিপিসি ও বিপিসর কোম্পানিসমূহ, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ব্লু ইকোনমি সেল, পাওয়ার সেল এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর সম্মানিত প্রতিনিধিগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা

- ✓ বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা এবং সমন্বয় এসডিজি ম্যান্ডেট মোকাবেলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ
- ✓ সামুদ্রিক সম্পদকে আধুনিক ও গ্রীন এনার্জির প্রেক্ষিতে ব্যবহার করা যায়
- ✓ সমস্ত এনার্জির (বিশেষ করে গ্যাস, এলপিজি প্রভৃতি) যৌক্তিক মূল্য নির্ধারন ও অবিলম্বে সমন্বয় করা
- ✓ শক্তি দক্ষতা এবং সংরক্ষণ নীতি
- ✓ প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক হস্তক্ষেপ
- ✓ ক্রস বর্ডার এনার্জি
- ✓ এনার্জি ডাইভার্সিফিকেশন (এলএনজি, এলপিজি, কয়লা, নবায়নযোগ্য এবং পারমাণবিক প্রভৃতি)
- ✓ অফ-শোর এবং অন-শোর কার্যক্রম আরো জোরদার করা
- ✓ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, এ সংক্রান্ত বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
- ✓ শক্তির অপ্রচলিত রূপ (CBM, UCG, গ্যাস হাইড্রেট ইত্যাদি)

১০. জ্বালানী খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন স্ট্র্যাটেজি এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

১৩-০৬-২০২১ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত "মানব সম্পদ উন্নয়ন স্ট্র্যাটেজি এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা" শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান স্যার। সেমিনারে সভাপতিত্ব এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এ.এস. এম. মঞ্জুরুল কাদের।
উক্ত সেমিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহ, বিপিসি ও বিপিসর কোম্পানিসমূহ, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ব্লু ইকোনমি সেল, পাওয়ার সেল এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর সম্মানিত প্রতিনিধিগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা

- ✓ কিছু কর্মকর্তা/কর্মচারীর দাপ্তরি কাজে উদাসিনতা থাকে। তারা দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করেন না। এ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীরা দাপ্তরিক কাজে যাতে মনোনিবেশ করেন সেজন্য মোটিভেশনাল ও নৈতিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

- ✓ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে সঠিক কাজ পদায়ন করা জরুরী। কাজের ধরণ, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কার্য বিভাজন করে কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উপযুক্ত কাজে নিয়োগ দান করা হলে কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতার দ্রুত উন্নয়ন ঘটে।

- ✓ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নত হলে প্রতিষ্ঠানের সেবার মানও উন্নত হয়। পারস্পারিক সম্পর্কের ঘাটতি থাকলে আন্তঃদলীয় সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই পারস্পারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য অফিস ব্যবস্থাপনায় নানামুখী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে।

- ✓ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে।

- ✓ অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণে অমনোযোগী থাকে। একারণে প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হলে প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কতটুকু সক্রিয় ছিল, আলাপ আলোচনা কতটুকু সক্রিয় ছিল, আলাপ আলোচনায় কতটুকু অংশগ্রহণ করল সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়; যা মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি ভালো পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

- ✓ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দাপ্তরিক কাজের চাপ সামলিয়ে যথাযথভাবে কাজ করার সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য স্ট্রেস হ্যান্ডেলিং এর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা প্রয়োজন।

- ✓ জনবল-কে Human Capital বা মানবসম্পদে পরিণত করতে সুদক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ব্যাপক ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মানবসম্পদকে দেশে ও বিদেশে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানো যেতে পারে।

উপরোক্ত ১০ টি সেমিনার ছাড়াও জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে ৯ আগস্ট ২০২০ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় "Energy Scenario of Bangladesh: Prospects, Challenges & Way Forward" শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম। একাদশ জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার, এমপি এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন RPGCL এর সাবেক এমডি জনাব মোঃ কামরুজ্জামান।

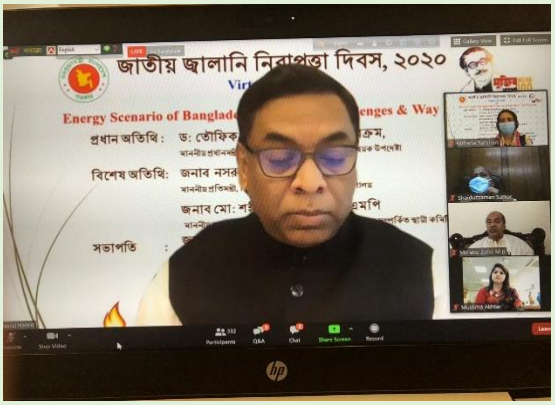

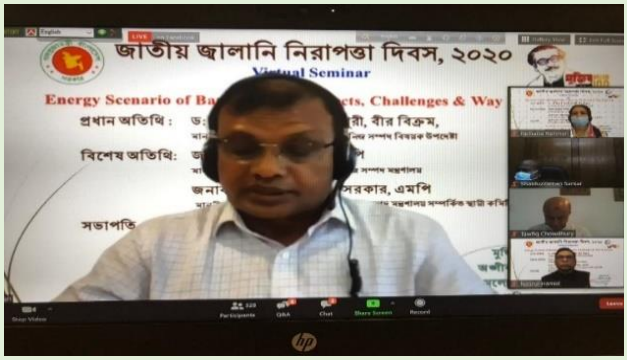

বিবিধ প্রতিবেদনসমূহ

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ এর ইংরেজী সংস্করণে অন্তর্ভুক্তির জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরে তথ্যাদি হালনাগাদ পূর্বক প্রতিবেদন;
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ প্রণয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/পরিসংখ্যানসহ প্রতিবেদন;
- আইসিটি Action Items বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কীত প্রতিবেদন;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন;
- মন্ত্রণালয় ভিত্তিক রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- অনিষ্পন্ন পেনশন কেস সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন;
- রাজস্ব খাতভূক্ত নন-ক্যাডার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্যপদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১০% সংরক্ষিত শূন্য পদের মাসিক প্রতিবেদন;
- মহিলা কোটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের চাকুরীর কোটা, মুক্তিযোদ্ধাদের ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র ও কন্যার অনুকূলে বলবৎ করা সম্পর্কীত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- বিদ্যুৎ সাশ্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন মাসিক প্রতিবেদন;
- সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়নের মাসিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন;
- জাতীয় সংসদে ২০২০ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্যাদির প্রতিবেদন;
- ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তি জন্য তথ্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- PSC এর Joint Management committee (JMC)/Joint Review Committee (JRC) সভার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন;
- জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন;
- উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবনের নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রদত্ত তথ্য ও মতামত

১. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বুকলেট প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন

২. জাপানের ট্রেড পলিসি রিভিউ বিষয়ক মতামত প্রদান

৩. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খন্ড-২: খাত উন্নয়ন কৌশল সংশ্লিষ্ট খসড়া অধ্যায়ের ওপর মতামত প্রদান

৪. International Seabed Authority (ISA) এর নির্দেশিকার উপর মতামত প্রেরণ

৫. Bangladesh National Productivity Master Plan FY 2021-2030 এর উপর মতামত প্রদান

৬. Draft Sector Action Plan for Environment and Climate Change এর ওপর মতামত প্রদান

৭. Research Works on Security, Strategy and Development Issues of Bangladesh সংক্রান্ত পত্রটির উপর মতামত প্রেরণ

৮. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১ বাংলা ও ইংরেজি উভয় সংস্করণ এ অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্যাদি/পরিসংখ্যানসহ প্রতিবেদন প্রেরণ

৯. “এলপি গ্যাস সমন্বিত নীতিমালা ২০২১” এর খসড়ার উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর মতামত

১০. মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রদর্শনের লক্ষ্যে নির্মিতব্য ভিডিও ডকুমেন্টারির জন্য তথ্য সরবরাহ

১১. Indian Institute of Technology (IIT) Madras ও National Institute of Ocean Technology (NIoT) এর সহযোগিতায় আয়োজিত আগামী ২১-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য "IEEE Oceans 2022 Conference in Chennai" শীর্ষক কনফারেন্স-এ অংশগ্রহণের জন্য Abstracts প্রেরণ

চতুর্থ অধ্যায়

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অর্জন

- বিদেশী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও দেশীয় জ্বালানী বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে জ্বালানী সেক্টরের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা
- পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র ব্যবহারের জন্য ৩টি সফটওয়ার ডেভেলপ করে পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কে হস্তান্তর করা
- জানুয়ারী ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের তুলনামূলক বিশ্লেষণ
- বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বর্ণনা (২০০২-২০০৮)
- বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প
- অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অর্জন

বিদেশী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও দেশীয় জ্বালানী বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে জ্বালানী সেক্টরের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন

- Oil and Gas:
  - Annual Gas Production & consumption 2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-2014,2014-2015, 2015-16, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020
  - Monthly Gas Reserve & Production July 2004 - May 2021
  - Review of Techno-Economic Feasibility Study of Khalashpir Coal Mine
  - Feasibility Study for Setting Up a Straddle Plant for NGL Extraction and Fractionation at Ashuganj
  - Updated Report on Bangladesh Gas Reserve Estimation 2010
  - Future Scenarios for the Bangladesh Petroleum Sector Development
  - Final updated Report on Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment 2010
  - Monitoring and Supervision Procedures for Exploration & Development Activities
  - Technical Auditing Procedures for Exploration & Development Activities
  - summary Report on Review of Upstream Activities, Existing PSCs, Other Relevant Contracts
  - Preliminary Study on Shale Gas Potentiality in Bangladesh.
  - Brief review of the Bangladesh PSC Terms
  - Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment, 2001
  - Bangladesh Optimal Gas Utilization Study 2002
  - Bangladesh Gas Reserve Estimation 2003
  - Follow up of "Bangladesh Optimal Gas Utilization Study"
  - Historical Gas and Condensate Production
  - Guidelines for Exploration and Development Strategy
  - Report on Energy Economics
  - Report on Energy Scenario of Bangladesh 2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-2014,2014-2015, 2015-16, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020
  - Field wise Depletion & Country wide Exploration Plans
  - Updated Report on Exploration and Production Activities
  - Activity Planning and Promotion of Exploration on Findings Report.
  - National Archive System Database Management Guidebook
  - Gas Demand and Market Analysis in Bangladesh

- Report on Gas System Gain in Bangladesh

- Petroleum Refining and Marketing:
  - Review and Assessment Report on Refinery, Marketing, HSE and Policy & Regulations.
  - Recommendation Report on Refinery, Marketing, HSE and Policy & Regulations.
- Mining:
  - Coal Sector Development Strategy.
  - Review of the existing Mining Act, Rules and Regulations and Recommendations.
  - Review of the existing Mining operations of the Barapukuria Coal Mine and Recommendation on improvements.
  - Action Plan and Guidelines for development of CBM, UCG and Hard Rock Projects.
  - Mineral Resources Assessment.

- A Glossary of Terms Generally used in Petroleum and Mineral Resources Industry
- Draft Report on Bangladesh Energy Sector Master Plan 2020-2041

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের চাহিদা ও নির্দেশনা মোতাবেক হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক জ্বালানি সেক্টরে সাম্প্রতিক অর্জন

- ❖ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন ৭টি প্রতিষ্ঠানের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ড্যাশবোর্ড
- ❖ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন
- ❖ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার টেলিফোন ডিরেক্টরি
- ❖ Energy Scenario 2019-20
- ❖ Annual Report 2019-20
- ❖ Monthly Reports on Gas and Coal Reserve & Production
- ❖ মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ উপলক্ষ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক গৃহিত কিছু কার্যক্রম

    - ✓ ফ্লায়ার্স
    - ✓ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন (দ্বিতীয় সংস্করণ)
    - ✓ পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)
    - ✓ বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানিসমূহের আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন

- ✓ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
    - উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহন
        - জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ড্যাশবোর্ড তৈরি।
        - জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলনের ই-বুক তৈরি।
        - জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীসমূহের টেলিফোন নির্দেশিকার মোবাইল অ্যাপস তৈরি।
        - জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলনের মোবাইল অ্যাপস তৈরি।
    - উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন।

- ✓ COVID-19 মোকাবেলায় কার্যক্রম গ্রহণ
    - সরকারি বিধি-নিষেধ প্রতিপালন
    - No Mask, No Entry কঠোরভাবে বাস্তবায়ন
    - কুইক রেসপন্স টিম গঠন
    - কর্মকর্তা/কর্মচারিদের একদিনের বেতন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমাদান

- ✓ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে অন্তর্বর্তীকালীন ড্যাশবোর্ডে এর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের চলমান কার্যক্রম

- "এনার্জি রিসোর্স ম্যাপিং অব বাংলাদেশ ও এনার্জি ইকোনোমিক্স" সংক্রান্ত স্টাডি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- "জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন" এর মোবাইল অ্যাপস তৈরি।
- "জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য টেলিফোন নির্দেশিকা" এর মোবাইল অ্যাপস তৈরি।
- ডিজিটাল লাইব্রেরী তৈরির লক্ষ্যে ওয়েবসাইট তৈরি।
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন এর ই-বুক

পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র ব্যবহারের ডেভেলপকৃত ৩টি সফটওয়ার

- Petroleum System Modeling (PetroMod) Software টির মাধ্যমে Sedimentary Basin এর Petroleum System Modeling তৈরী করে Hydrocarbon Reservoir সম্পর্কিত বিবিধ ভূ-তাত্ত্বিক ধারণা পাওয়া যাবে।
- Cost Database Software Develop করে Demonstration করা হয়েছে। এই Software এর মাধ্যমে দেশের গ্যাস ক্ষেত্রসমূহে দেশী ও বিদেশী কোম্পানী কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম হতে শুরু করে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সকল পর্যায়ের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ পাওয়া যাবে।
- PDMS (Petroleum Database Management System) Software Develop করে Demonstration করা হয়েছে। উক্ত SOFTWARE এর মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম পন্য আমদানি, সরবরাহ, মজুদ ও বিপণন সম্বলিত প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সংরক্ষণ করা যাবে।

জানুয়ারী ২০০৯ এর পূর্বের কার্যক্রমের সাথে বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত সেক্টর ভিত্তিক প্রতিবেদন/ওয়ার্কশপ/সেমিনার সংখ্যা	সেক্টর ভিত্তিক প্রতিবেদন/ওয়ার্কশপ/সেমিনার	জুন ২০২১ পর্যন্ত সেক্টর ভিত্তিক প্রতিবেদন/ওয়ার্কশপ/সেমিনার এর সংখ্যা
১০৩	Oil and Gas সেক্টরের উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়ে।	২৩৮
০০	Petroleum Refining and Marketing এর উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।	০২
০০	Mining এর উপর হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক বিশ্লেষণধর্মী কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।	০৫
০০	Workshop/Seminar	৪০

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বর্ণনা (২০০২-২০০৮)

ক্রমিক নং	প্রকল্প (মেয়াদকাল)/কার্যক্রম	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/উদ্দেশ্য	আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়)			জনকল্যাণে ভূমিকা	আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান	মন্তব্য
			প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি				
				ব্যয়	%			
জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প:								
১।	স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-১) (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫)	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের আইনগত ও বিধিগত ভিত্তি তৈরি করা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিটের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদ্ধতি নির্ধারণ।	১৩১৩.৫৯	১২৩২.০০	৯৪% (বাস্তব ১০০%)	হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক সংস্থা সৃজিত হয়েছে।	হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান রাখছে।	
২।	স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কারিগরী দক্ষতা অধিকতর উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসইকরণের মাধ্যমে দেশের তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যাদি প্রদান এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ও সহায়তাকরণ।	৩৬৯৭.৮০	৩৫৭১.৫০	৯৭% (বাস্তব ১০০%)	তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের প্রস্তুতকৃত কারিগরী প্রতিবেদনগুলো দেশের জ্বালানি সেক্টরের পরিকল্পনা গ্রহণে বিশেষ ভুমিকা রাখছে।	কারিগরী প্রতিবেদনগুলো দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।	

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

- প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resource Management শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ওপর বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (এসপিইসি)'র গত ২৪-১২-২০১৭ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টিএপিপি পুনর্গঠন করে গত ৩১-০৫-২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

- এছাড়াও হাইড্রোকার্বন ইউনিট এ নিম্নলিখিত বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে।

  - ✓ Mapping and Exploration Potential of Resources in Energy Sector;
  - ✓ Sectoral Need Assessment to Achieve Vision-2041;
  - ✓ Estimation of Updated Reserve of Hydrocarbon and Development of Reserver Management Plan;
  - ✓ Policies Harmonization & Intervention of Emerging Legal Instrument for Energy Sector towards Developed Country;
  - ✓ Capacity Development of Energy Sector to Cope up with 4.0 Industrial Revolution;
  - ✓ Creating Environment for Private Sector Participation in Energy Sector;
  - ✓ Development of Standard Operating Procedure for Safety & Security of Energy Users.
  - ✓ Piloting Some Model Best Practices for Demand Side Management in Energy Sector;
  - ✓ Formulation of Road Map to Mitigate GHGs for achieving the Targets of SDG7, Mujib Climate Prosperity Plan, & Paris Agreement;
  - ✓ Identification of New Modern Energy Options & Means of Technology Transfer.

<u>অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড</u>

- জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও মতামত প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ।
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালার অধীনে রাজস্ব খাতের জনবলের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে সীমিত জনবল দিয়ে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সার্বিক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিত সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করা হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

- সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সঙ্গে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাক্ষর হয়। সাক্ষরিত কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২০-২১ হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অর্জন ৮৯.৮০%

সিনিয়র সচিব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং মহাপরিচালক হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সাক্ষরিত ও হস্তান্তরিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে অর্জন

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে সাফল্য ও সম্ভাবনা
- এক নজরে গ্যাস উৎপাদন ও এল এন জি আমদানি চিত্র
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে উন্নয়নের চিত্র
- এক নজরে গ্যাস সেক্টর জুন, ২০২১
- তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) চিত্র
- বাংলাদেশের অন্যান্য খনিজ সম্পদের চিত্র
- সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) চিত্র
- জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম
- জ্বালানি খাতে ICT তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের চিত্র
- জ্বালানি খাতে আইন, বিধি, নীতিমালা ও অন্যান্য বিষয়ের চিত্র

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে সাফল্য ও সম্ভাবনা

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রধান উৎস হচ্ছে জ্বালানি। বর্তমান সরকার জ্বালানি খাত উন্নয়নের অপরিহার্যতা যথাযথভাবে অনুধাবন করে জ্বালানি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে ০৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে বিদেশী তেল কোম্পানীর নিকট হতে ৫টি গ্যাস ফিল্ড ক্রয়ের মাধ্যমে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ ছিল অন্যতম। সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ) এবং রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত দেশের মর্যাদা) অর্জনে জ্বালানি খাতে পূর্ণ নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন গঠনমূলক ও ফলপ্রসু কর্মকান্ডের মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

বিশ্বায়ন ও খোলা বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের আবিষ্কার এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ -এর বাস্তবায়নাধীন ১৭টি লক্ষ্যের অন্যতম সবার জন্য টেকসই জ্বালানি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ এবং এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এসডিজি'র আলোকেই নির্ধারণ করেছে।

দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সিএনজি এবং গৃহস্থালীতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণরোধসহ কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভবপর হচ্ছে। ২০০৯ সালে যেখানে দৈনিক গ্যাসের গড় উৎপাদন ছিল প্রায় ১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ২৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট।

জ্বালানি তেল দেশের পরিবহন খাত, কৃষি খাত, বিদ্যুৎ, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকার জানুয়ারি ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি সারা দেশে জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রেখেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জ্বালানি তেলের Supply Chain এ কোনরূপ সংকট/প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়নি।

ফলশ্রুতিতে ২০০৮-০৯ সালে দেশে যেখানে বানিজ্যিক জ্বালানির সরবরাহ ছিল ১৯.৯২ Mtoe, সেখানে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০.৭৯ Mtoe (bio-fuel অন্তর্ভুক্ত নয়), প্রাথমিক জ্বালানির ব্যবহার হয়েছে ৫০.৮৮ Mtoe (bio-fuel সহ) যা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

এক নজরে গ্যাস উৎপাদন ও এল এন জি আমদানি চিত্র

গ্যাস ইনিশিয়ালী ইন প্লেস (Proven + Probable)	৪০,০৯২.১৯	বিসিএফ	৪০.০৯	টিসিএফ
আহরণযোগ্য (Proven + Probable)	৩০,০৫৫.৪০	বিসিএফ	৩০.০৫	টিসিএফ
গ্যাস উৎপাদন জুন ২০২১	৭৩.৮৭	বিসিএফ	০.০৭	টিসিএফ
ক্রমপুঞ্জীত উৎপাদন জুন ২০২১ পর্যন্ত	১৮,৬৮২.৫২	বিসিএফ	১৮.৬৮	টিসিএফ
অবশিষ্ট রিজার্ভ	১১,৩৭২.৮৮	বিসিএফ	১১.৩৭	টিসিএফ
এল এন জি আমদানি জুন ২০২১	২৪.০৩	বিসিএফ	০.০২	টিসিএফ
এল এন জি আমদানি জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১	২১৬.১০	বিসিএফ	০.২২	টিসিএফ
ক্রমপুঞ্জীত এল এন জি আমদানি আগস্ট ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	৫৩৪.৮৬	বিসিএফ	০.৫৩	টিসিএফ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে উন্নয়নের চিত্র

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সনের ৯ই আগস্ট জ্বালানি নিরাপত্তা ভীত রচন করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত পরিশ্রম, দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে সমুদ্র বিজয় সহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিগত সময়ের (২০০২-২০০৮) তুলনায় বর্তমান (২০০৯-২০২১) সরকারের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে উন্নয়নের চিত্র নিম্নে তা ছক আকারে দেখানো হলোঃ

কার্যক্রম	**সরকারের সময়কাল ২০০২-২০০৮**	**সরকারের সময়কাল ২০০৯ - জুন, ২০২১ সাল**
দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে (লাইন কিঃ মিঃ)	১,৬৪৩ (বাপেক্স) ও ১,০৩৭ (আইওসি)	১১,৪০৩ (বাপেক্স) ও ১৮,২০৫ (আইওসি)
ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে (বর্গ কিঃ মিঃ)	৭৬৬ (আইওসি)	৪,০৭০ (বাপেক্স), ৭০৫ (এসজিএফএল) ও ১,১১৬ (আইওসি)
ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ (লাইন কিঃ মিঃ)	৫৫৭ (বাপেক্স)	১,৫০৭ (বাপেক্স) ও ১৮,১৭১ (আইওসি)
নূতন স্ট্রাকচার আবিষ্কার	৩টি (বাপেক্স)	১৬টি
অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা	২টি (১টি বাপেক্স ও ১টি আইওসি)	১৯টি (১৩টি বাপেক্স, ২টি এসজিএফএল ও ৪টি আইওসি)
উন্নয়ন কূপের সংখ্যা	৬টি	৫০টি (১১টি বাপেক্স, ৪টি এসজিএফএল, ১৩টি বিজিএফসিএল ও ২২টি আইওসি)
ওয়ার্কওভার কূপের সংখ্যা	৪টি	৩৯টি (৩৫টি বাপেক্স, এসজিএফএল ও বিজিএফসিএল এবং ৪টি আইওসি)
খনন রিগ ক্রয়	-	৪টি
কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন	-	৩টি (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা)
আবিস্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	১টি (আইওসি)	৪টি (বাপেক্স) সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ও ভোলা নর্থ
গড় দৈনিক গ্যাস উৎপাদন	১,২০০-১,৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট	১,৭৪৪-২,৭৫২ মিলিয়ন ঘনফুট
গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা বর্ধন (দৈনিক মিলিয়ন ঘনফুট)	৩৫০	১,৫০৩ (সামগ্রিক) ১,০০৬ (নীট)
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন	৭৩ কিলোমিটার	১,২২২.১৯ কিলোমিটার
উৎপাদনক্ষম কূপের সংখ্যা	৭৮	১১২
দৈনিক রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ	-	৯০২ এমএমসিএফডি (সর্বোচ্চ ২৩ জুন, ২০২১)
গ্যাসের গ্রাহক সংখ্যা	২০ লক্ষ (প্রায়)	৪৩ লক্ষ (প্রায়)
গ্যাস প্রি-পেইড মিটার স্থাপন	-	৩,২৮,৪৪৫ টি
কয়লা উৎপাদন	৬.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন	১২২.৫৪ লক্ষ মেট্রিকটন
কঠিন শিলা উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	০.৬৯	৬১.৫০ লক্ষ মেট্রিকটন
বিপিসির মোট মজুদ ক্ষমতা (লক্ষ মে. টন)	৯.০ (২০০৮-০৯)	১৩.০৩ (২০১৮-১৯)
জ্বালানি তেলের চাহিদা	৩৩.২৬ লক্ষ মেঃটন (২০০৮-০৯)	৯০ লক্ষ মেঃটন (২০২০-২১) (এলপিজিসহ)
এলপিজি উৎপাদন ও বিপণন (মেট্রিক টন)	৪৫,০০০ (পয়তাল্লিশ হাজার)	প্রায় ১৪.২৮ লক্ষ
প্রাথমিক বানিজ্যিক জ্বালানি সরবরাহ	১৯.৯০ MTOE (২০০৮-০৯)	৪১.৬৬ MTOE (২০২০-২১)

প্রাকৃতিক গ্যাস

চিত্র: ভোলা গ্যাস ফিল্ড

এক নজরে গ্যাস সেক্টরের চিত্র (জুন, ২০২১)

বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
মোট গ্যাসক্ষেত্র	২৮ টি
মোট উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র	২১ টি
উৎপাদনরত মোট কূপের সংখ্যা	১১৩ টি
বর্তমান গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা	২,৬১৫ এমএমসিএফডি
বর্তমান এল এন জি আমদানি ক্ষমতা	১,০০০ এমএমসিএফডি
বর্তমান গ্যাস উৎপাদন ও এল এন জি আমদানি ক্ষমতা	৩,৬১৫ এমএমসিএফডি
সর্বোচ্চ গ্যাস উৎপাদনের তারিখ (০৬ মে, ২০১৫)	২,৭৮৫.৮ এমএমসিএফডি
মোট প্রাক্কলিত গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত+সম্ভাব্য)	৩০.০৬ টিসিএফ
প্রারম্ভ হতে মোট গ্যাস উৎপাদন (জুন, ২০২১)	১৮.৬৮ টিসিএফ
বর্তমান অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত+সম্ভাব্য), জুন, ২০২১	১১.৩৭ টিসিএফ
বর্তমান দৈনিক চহিদা	৩,৫০৮ এমএমসিএফডি এর অধিক
বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা	৪৩ লক্ষ (প্রায়)

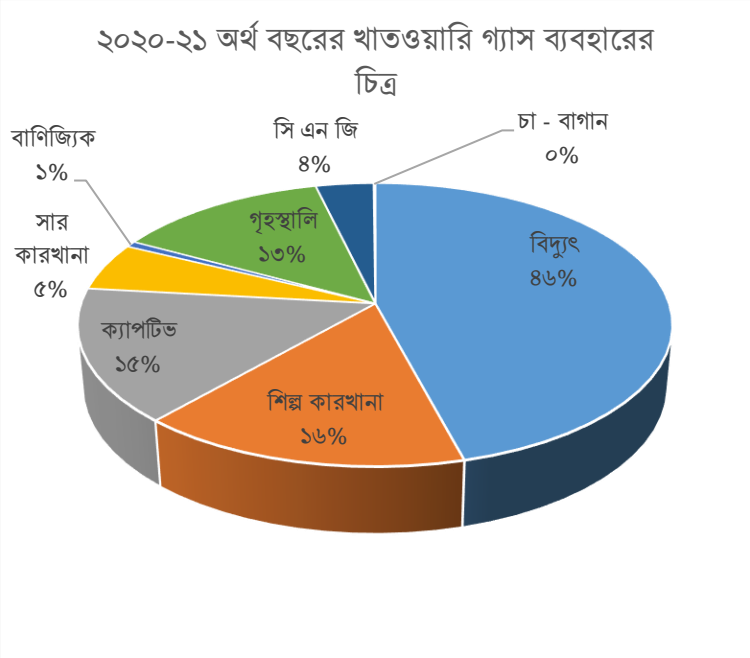

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) চিত্র

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সরকার বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানীর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল

- FSRU স্থাপনের জন্য Excelerate Energy, Singapore এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতিমধ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি জাতীয় গ্রিডে যোগ হচ্ছে ।
- কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে SUMMIT LNG Terminal Co. (Pvt) Ltd.- এর মাধ্যমে দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি আমদানির জন্য চুক্তি (BOOT) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এপ্রিল ২০১৯ হতে ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে।
- BOOT ভিত্তিতে Reliance Power Limited, India কর্তৃক কুতুবদিয়ায় ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন কার্যক্রমের তাদের প্রস্তাব নিয়ে নেগোসিয়েশন চলছে।
- BOOT ভিত্তিতে Honkong Shanghai Manjala Power Ltd. Co. (HSMPL) with Global LNG & Petronas. কর্তৃক কুতুবদিয়ায় ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন FSRU ও Fixed Jetty Based LNG Receiving Terminal স্থাপনের জন্য স্টাডি কার্যক্রম চলমান আছে।

চিত্র: মহেশখালী এল এন জি টার্মিনাল

স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল

- China Huanqui Contracting & Engineering Corp. (HQC) and China CAMC Engineering Co. Ltd কনসোর্টিয়াম কর্তৃক মহেশখালীতে ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন Land Based LNG Terminal স্থাপন প্রস্তাবের বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন করছে। প্রকল্পটি ফিজিবল হলে পরবর্তী নেগোসিয়েশন করা হবে।
- Petronet India Limited কর্তক কুতুবদিয়ায় ১০০০ এএমসিএফ ক্ষমতাম্পন্ন স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি ফিজিবল হওয়ায় তাদের সাথে একটি টার্মসিট স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে নেগোসিয়েশন শুরু হয়েছে।
- পেট্রোবাংলার অর্থায়নে পায়রা বন্দর, কুতুবদিয়ার অবশিষ্টাংশ ও মহেশখালির অবশিষ্টাংশে স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের ফিজিবিলিটি স্টাডির জন্য Tokyo Gas, Japan কে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ফিজিবল হলে উক্ত স্থানসমূহের একটি বা দুটি স্থানে স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হবে।

এলএনজি আমদানি

- কাতার থেকে এলএনজি আমদানির জন্য কাতারের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান RasGas এর সাথে G to G ভিত্তিতে এলএনজি ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বাৎসরিক ১.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি আমদানি করা হবে, তবে এই পরিমান বাৎসরিক ২.৫ মিলিয়ন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। চুক্তির মেয়াদ ১৫ বৎসর।
- ওমান হতে বছরে ০.৫ হতে ১.০ (এক) মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি ক্রয়ের জন্য Oman Trading International (OTI)-এর সাথে পেট্রোবাংলা গত ৬ মে, ২০১৮ তারিখ LNG Sales Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষর করে। বর্ণিত চুক্তির মেয়াদ ১০ বছর। এছাড়া, এলএনজি ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পেট্রোবাংলা Letter of Intent (LOI)/ SPA স্বাক্ষর/অনুস্বাক্ষর করেছে। গ্যাসের চাহিদার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।
- ইতোমধ্যে স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয়ের জন্য ত্রিশটি প্রতিষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে শীঘ্রই চূড়ান্ত Master Sales Purchase Agreement (MSPA) স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশের অন্যান্য খনিজ সম্পদের চিত্র

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত খনিজ সম্পদের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

খনিজ সম্পদের নাম	প্রাপ্তি স্থান	আনুমানিক মজুদ	দেশে-বিদেশে সম্ভাব্য চাহিদা
চুনাপাথরঃ	জয়পুরহাট, জয়পুরহাট বাগালী বাজার, সুনামগঞ্জ টাকেরঘাট ও লালঘাট, সুনামগঞ্জ কাজীপাড়া ও পারানগর, ধামুরহাট, নওগাঁ আগাইর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট চাকুপাড়া-মাসিদপুর, হাকিমপুর, দিনাজপুর তাজপুর, বিলাসবাড়ী, বদলগাছি, নওগাঁ	১০০ মিলিয়ন টন ১৭ মিলিয়ন টন ১২.৯ মিলিয়ন টন মজুদ নিরুপণ করা হয়নি মজুদ নিরুপণ করা হয়নি মজুদ নিরুপণ করা হয়নি মজুদ নিরুপণ করা হয়নি	সিমেন্ট এবং চুন উৎপাদনে
সাদামাটিঃ	বিজয়পুর, নেত্রকোনা বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর মধ্যপাড়া, দিনাজপুর আগাইর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট	২.৫ মিলিয়ন টন ২৫ মিলিয়ন টন ১৫ মিলিয়ন টন মজুদ নিরুপণ করা হয়নি	তৈজসপত্র, ইন্সুলেটর, সেনেটারী সামগ্রী, সিরামিক, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টালি, ইত্যাদি। এছাড়াও কাগজ, চিনি, সিমেন্ট, রাবার-প্লাষ্টিক শিল্প, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে ব্যবহার করা হয়।
কাঁচবালিঃ	বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর মধ্যপাড়া, দিনাজপুর নয়াপাড়া-শাহজীবাজার, হবিগঞ্জ চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা বালিজুড়ি, শেরপুর	৯০ মিলিয়ন টন ১৭.২৫ মিলিয়ন টন ৮ মিলিয়ন টন ০.৩০ মিলিয়ন টন ০.৭০ মিলিয়ন টন	জানালার কাঁচ, হারিকেনের চিমনি, ঔষধের বোতল, রঙ্গীন কাচঁ তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়।
কঠিনশিলাঃ	মধ্যপাড়া, দিনাজপুর	১১৫ মিলিয়ন টন (আহরণযোগ্য)	নির্মাণ শিলা, নদী নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, নদী শাসন, নদীর ভাঙ্গন রোধ, সেতু নির্মাণ, টাইলস নির্মাণ ইত্যাদি
নুড়িপাথরঃ	ভোলাগঞ্জ এলাকা,সুনামগঞ্জ পঞ্চগড়-তেতুঁলিয়া,পঞ্চগড় পাটগ্রাম, লালমনিরহাট চট্রগ্রাম পার্বত্য এলাকা ডাউকি-জাফলং এলাকা, সিলেট	৪ মিলিয়ন ঘন মিটার ২.৫ মিলিয়ন ঘন মিটার ০.৮৮ মিলিয়ন ঘন মিটার ১ মিলিয়ন ঘন মিটার আনুমানিক ২ মিলিয়ন ঘন মিটার	রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ, দালানকোঠা, ইত্যাদি নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়।
নির্মাণ বালিঃ	দেশের সর্বত্র	অফুরন্ত	নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়।

খনিজ সম্পদের নাম	প্রাপ্তি স্থান	আনুমানিক মজুদ	দেশে-বিদেশে সম্ভাব্য চাহিদা
ভারী খনিজ বালিঃ	কক্সবাজার টেকনাফ সৈকত, ছোট দ্বীপ (মাতার বাড়ী, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া, মহেশখালি দ্বীপের সমুদ্র সৈকতসহ ৭টি এলাকা) কুয়াকাটা ও মনপুরা দ্বীপ ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর বালুচর এলাকা	০.৯৫ মিলিয়ন টন ইলমেনাইট ০.১৯ মিলিয়ন টন জিরকন ০.৮৮ মিলিয়ন টন লিউকক্সিন ০.০৮ মিলিয়ন টন মেগনেটাইট ০.০৭ মিলিয়ন টন রুটাইল ০.০২ মিলিয়ন টন মোনাজাইট উল্লেখযোগ্য পরিমাণ	ওয়েল্ডিং, ধাতুগলন ও ধাতুমল, রঞ্জক ও বিস্ফোরক, উড়োজাহাজের কাঠামো, জেট ইঞ্জিন, মিসাইল তৈরীতে, তাপ রোধন, লবনাক্ততা দূরীকরণে, রিফ্রাক্টরী ইট, আনবিক চুল্লীতে, ঔষধ ও সাবান শিল্পে, বৈদ্যুতিক লাইনার ও টেলিভিশন টিউবে ব্যবহার করা হয়।

সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) চিত্র

জাতিসংঘের সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল এবং আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতের রায়ে বাংলাদেশের অর্জিত জলসীমায় সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

সমুদ্র সম্পদ আহরণ (Blue Economy) এর নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম

জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল এবং আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতের রায়ের ফলে বাংলাদেশের ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকা অর্জিত হয়েছে যা দেশের আয়তনের প্রায় ৮২ শতাংশ। সমুদ্র বিজয় এ সরকারের এক বিশাল অর্জন। সমুদ্রের সকল সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে সমুদ্র জয় করার পর নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

(i) ব্লু-ইকনোমি সেল গঠন: সমুদ্রের সকল সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় করার লক্ষ্যে একটি অস্থায়ী ব্লু-ইকনোমি সেল গঠন করা হয়। উক্ত অস্থায়ী সেলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য সেলটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মনিটরিং করার পাশাপাশি সমুদ্র সম্পদ ব্যবহারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে মাল্টিরোল অফশোর সার্ভে ও গবেষণা জাহাজ ক্রয়/সংগ্রহ করা অন্যতম।

সমুদ্র সম্পদ আহরণে প্রস্তাবিত সার্ভে ভেসেল

(ii) অনশোর মডেল পিএসসি-২০১৯ এবং অফশোর মডেল পিএসসি-২০১৯: সমুদ্রাঞ্চলের তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বিদেশী তেল কোম্পানিকে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যমান মডেল পিএসসি-কে সংশোধন, পরিমার্জন করে আকর্ষণীয় করা হয়েছে এবং পৃথকভাবে অনশোর মডেল পিএসসি-২০১৯ এবং অফশোর মডেল পিএসসি-২০১৯ প্রস্তুত করে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম

বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি দেশের মত বাংলাদেশের জন্যও 'জ্বালানি নিরাপত্তা' একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট জ্বালানি নিরাপত্তার ভীত রচনা করেছিলেন। বাংলাদেশে কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস থাকলেও তরল জ্বালানি নেই বললেই চলে। গ্যাস ফিল্ড সমূহের কন্‌ডেন্‌সেট থেকে প্রাপ্ত অতি অল্প পরিমানে তরল জ্বালানি ব্যতীত দেশের জ্বালানি তেল চাহিদার সিংহভাগই আমদানী করতে হয়। এ দিকটি বিবেচনায় রেখে ভবিষ্যতে জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ ও যোগান নিশ্চিত করতে সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সকল কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে, তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

২০৪১ সাল নাগাদ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত উদ্যোগ নেয়া হচ্ছেঃ	
পেট্রোবাংলা (প্রধান যোগানদাতা)	১,৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট/ দৈনিক
FSRU প্রজেক্ট (ভাসমান মজুদ ব্যবস্থা ও পুনঃ গ্যাসীকরণ ইউনিট) ২০১৯-২০২৩ পর্যন্ত **phase** ১, ২ এবং ৩	১,৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট/ দৈনিক
স্থল **LNG** টার্মিনাল (জ্বা. খ. স. বি. এবং বিদ্যুৎ বিভাগ – ২০৪১ এর মধ্যে)	৩,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট/ দৈনিক
পাইপলাইনের মাধ্যমে **LNG** আমদানী (২০৩২-২০৪১ পর্যন্ত)	৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট/ দৈনিক
সর্বমোট	**৬,৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট/ দৈনিক**

২০৪১ সাল নাগাদ জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত উদ্যোগ নেয়া হচ্ছেঃ	
ইস্টার্ন রিফাইনারি **(ERL)** বর্ধিতকরণ (পূর্ব ক্ষমতা ১.৫ মিলিয়ন টন)	৪.৫ মিলিয়ন টন
KPC 'র নতুন কমপ্লেক্স	৮.০ মিলিয়ন টন
আমদানীকৃত পরিশোধিত তেল	২০.০ মিলিয়ন টন
সর্বমোট	**৩২.৫ মিলিয়ন টন**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রম, দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির পাশাপাশি "সমুদ্র বিজয়" আমাদের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশের পূর্বে মিয়ানমার ও পশ্চিমে ভারত গ্যাস পেয়েছে; মাঝখানে বেঙ্গল বেসিনের অগভীর ও গভীর সমুদ্রের ২৩ টি ব্লক নিয়ে বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চল। অগভীর সমুদ্রে সাঙ্গু ও কুতুবদিয়া গ্যাস ক্ষেত্র আছে। গভীর সমুদ্রের ব্লক-১২ ও ১৬ -এর পূর্বে মিয়ানমারে গ্যাস ক্ষেত্র আছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলেও গ্যাস মজুদ থাকার অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

- অগভীর সমুদ্রাঅঞ্চলে ব্লক shallow sea (ss)-11 এ প্রায় ৩২০০ লাইন কিলোমিটার ২ ডি সিসমিক সার্ভে পরিচালনা করে সংগৃহিত ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সম্পন্ন করেছে-যা থেকে বেশ কয়েকটি সম্ভাবনাময় prospect চিহ্নিত করা হয়েছে। গত এপ্রিল ২০১৮ এ ৩০০ বর্গ কিমি ৩ ডি সিসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে।
- অগভীর সমুদ্রাঅঞ্চলে ব্লক ss-4 এবং ব্লক ss-9 ১ম ধাপে ৩,০১০ লাইন কিলোমিটার ২ ডি মেরিন সিসমিক সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। ২য় ধাপে আরও প্রায় ২০৬০ লাইন কিলোমিটার ২ডি OBS(Ocean Bed Cable) Seismic Survey কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ইতোমধ্যে ১টি অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ব্লক দুটিতে ২০১৮ সালে ৩ টি অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে।
- গভীর সমুদ্রের Deep See (DS)-12 ব্লকে তেল - গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানোর জন্য ৩৫৬০ লাইন কিলোমিটার ২ ডি সিসমিক সার্ভেসহ ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সম্পন্ন হয়েছে।

জ্বালানি খাতে ICT তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের চিত্র

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ -

- প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ওয়েবসাইট পরিচালনার মাধ্যমে দেশের মানুষকে নিজেদের কর্মকাণ্ডের হালনাগাদ তথ্য অবহিত করছে;
- অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সার্ভার, LAN প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার তৈরি করেছে এবং অভ্যন্তরীণ ফাইল আদানপ্রদান, ডাটা শেয়ার অনেকাংশে সহজ ও কর্মবান্ধব করেছে;
- SCADA (Supervisory control and data acquisition) সিস্টেমের মাধ্যমে GTCL গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা মনিটরিং করছে;

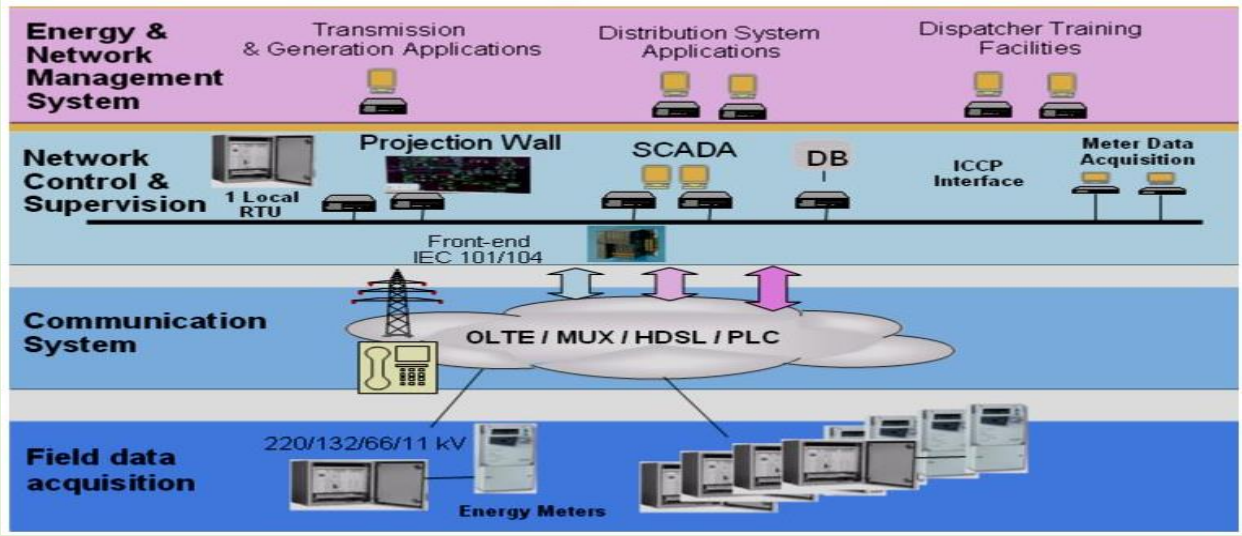

চিত্র: **Energy and Network Management System using SCADA**

- অনেক প্রতিষ্ঠান সামাজিক যোগাযোগ সাইটসমূহের (যেমন- Facebook) মাধ্যমে অতি দ্রুত জনসাধারণের নিকটে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের খবর পৌঁছে দিচ্ছে।
- e-filing, e-tendering অচিরেই বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- প্রশাসন, বিপণন, রাজস্ব, পে-রোল, হিসাব, ভান্ডার, গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি, ভূকম্পন জরীপ, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক, রিজার্ভয়ার সমীক্ষা, গ্যাস সঞ্চালন ও মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন কাস্টমাইজড সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে;
- পেট্রোবাংলা ও আওতাধীন কোম্পানীসমূহে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দক্ষতা, গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বিপণন কোম্পানীসমূহের গ্রাহক সেবার মানেরও উন্নতি হচ্ছে।
-

জ্বালানি খাতে আইন, বিধি, নীতিমালা ও অন্যান্য বিষয়ের চিত্র

বাংলাদেশের প্রকৃতিক খনিজ সম্পদ যথাপুযুক্তভাবে আহরণ, বিপণন এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কতিপয় যুগোপযোগী আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে-

- বর্তমান সরকার প্রাকৃতিক গ্যাস ও উহার সহজাত তরল হাইড্রোকার্বন (Associated Liquid Hydrocarbon) এর সঞ্চালন, বিতরন, বিপণন, সরবরাহ ও মজুদের উদ্দেশ্যে এবং উহাদের যথার্থ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ গ্যাস আইন ২০১০ প্রণয়ন করেছে।

- বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- গ্যাস বিপণন নিয়ামাবলী, ২০১৪ (বণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি ও চা-বাগান গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৩৪ বাতিল করে নতুনভাবে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ বাতিল করে বাংলাদেশ প্রেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (অটো-গ্যাস) রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট নীতিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছ।
- বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বেসরকারি খাতে এলএনজি স্থাপনা নির্মাণ, আমদানি ও সরবরাহ নীতিমালা-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- দেশজ প্রাকৃতিক তেল/গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ নীতিমালা-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- আবাসিক পর্যায়ে খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্ট গ্যাস মিটার ক্রয় ও স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত ২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপসংহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এক দশকে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, যা বিশ্বে এক অনুকরণীয় রোল মডেল। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ইতোমধ্যে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ৮.১৫-এ উন্নীত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ জনিত অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৫.২৪ শতাংশ। এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও এর সফল বাস্তবায়নের ফলে গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় ৬০% বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এ সরকারের সময়ে ৪ টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আমদানিকৃত এলএনজি জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা আহরণের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে সরকার সর্বদা সচেষ্ট। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকার সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কার এবং গ্যাস ও কয়লা ভিত্তিক অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে সুসংহত রূপদানের পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব ও অন্যান্য বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরতে হবে। বর্তমানে দেশে গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে এলএনজি আমদানি করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। সেই সাথে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা পূরণে গ্যাস উত্তোলন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ কয়লার মজুদ নির্ধারণ,

আহরিত জ্বালানি সম্পদ ব্যবহারের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত, এসংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন এবং এলপি গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বিশাল সমুদ্র এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিক গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান এবং উৎপাদন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক সংস্থা হিসেবে বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও হাইড্রোকার্বন ইউনিট দেশের জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।